গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যয়-বণ্টন কৌশলপত্র ২০১২

প্রথম খন্ড : মূল কৌশলপত্র

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যয়-বণ্টন কৌশলপত্র ২০১২

প্রথম খণ্ড : মূল কৌশলপত্র

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যয়-বণ্টন কৌশলপত্র

প্রকাশনা : নভেম্বর ২০১২

পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
ডিপিএইচই ভবন, ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী, কাকরাইল, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন : +৮৮০ ২ ৯৩৪৬১৬৭-৮; ফ্যাক্স : +৮৮০ ২ ৯৩৪৪৭৯১; ই-মেইল : info@psu-wss.org
ওয়েবসাইট : www.psu-wss.org

সূচিপত্র

শব্দ সংক্ষেপ তালিকা ৫

অনুচ্ছেদ ১ : পটভূমি ও উদ্দেশ্যসমূহ ৯-১২

১.১ পটভূমি ৯
১.২ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার লাভ-ক্ষতি ১০
১.৩ কৌশলপত্রের লক্ষ্য ১০
১.৪ কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য ১০
১.৫ কৌশলপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়া ১১

অনুচ্ছেদ ২ : নীতি নির্দেশনা ১৩-১৫

২.১ জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮ ১৩
২.২ বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য দরিদ্র-সহায়ক কৌশলপত্র ২০০৫ ১৩
২.৩ জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ ১৩
২.৪ জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০০৫ ১৪
২.৫ জাতীয় আর্সেনিক নিরসন নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০০৪ ১৪
২.৬ স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ ১৪
২.৭ ওয়াসা আইন ১৯৯৬ ১৫
২.৮ বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১১-২০২৫) ১৫

অনুচ্ছেদ ৩ : বিশেষ পরিভাষা ও সংজ্ঞাসমূহ ১৬-২১

৩.১ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাসমূহ ১৬
৩.২ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানকারী ও গ্রাহক ১৬
৩.৩ গ্রাহক শ্রেণিবিন্যাস ১৭
৩.৪ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার স্তর ১৯
৩.৫ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার বিকল্প প্রযুক্তি ২০

অনুচ্ছেদ ৪ : বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ ২২-৩৩

৪.১ উন্নত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য চাহিদা সৃষ্টি ২২
৪.২ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ ২২
৪.৩ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার মূল্য নির্ধারণ ও ব্যয়-বণ্টনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ ২৩
৪.৪ ব্যয় পুনরুদ্ধার ও ভর্তুকির কার্যকর ব্যবহার ২৩
৪.৫ সংগৃহীত রাজস্ব পুনঃব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা ২৪
৪.৬ ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা ২৪
৪.৬.১ অর্থায়ন প্রক্রিয়া ২৪
৪.৬.২ লক্ষিত গ্রাহক বাছাই পন্থা (টার্গেটিং অ্যাপ্রোচ) ২৫
৪.৬.৩ সরকারি ভর্তুকির কার্যকর ব্যবহার ২৫
৪.৭ পর্যায়ক্রমিক ভর্তুকি প্রত্যাহার ২৫
৪.৮ বিদ্যমান দারিদ্র্য ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈষম্য দূরীকরণ ২৭

৪.৯ দরিদ্রদের জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রতিষ্ঠা ২৮
৪.১০ প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি ২৯
৪.১১ গ্রাহক চিহ্নিতকরণ ৩০
৪.১২ বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ ৩০
৪.১৩ ব্যয় - বণ্টন লক্ষ্যের সম্ভাব্য প্রভাবকসমূহ ৩০
৪.১৪ সেক্টরকে ভবিষ্যত হুমকিসমূহের উপযোগীকরণ ৩১
৪.১৫ সার্বিক শুল্ক প্রশাসন ৩১
৪.১৬ ঝুঁকি ও পূর্বানুমানসমূহ ৩২
৪.১৭ বাস্তবায়ন পথ নির্দেশনা (রোড ম্যাপ) ৩২

অনুচ্ছেদ ৫ : ব্যয়-বণ্টন নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহ ৩৪-৪২

৫.১ ব্যয়-বণ্টনের বিভিন্ন ধরন ৩৪
৫.২ নির্দেশক নীতিমালা ৩৪
৫.৩ প্রস্তাবিত ব্যয়-বণ্টনের পদ্ধতিসমূহ ৩৫
৫.৩.১ নগর পানি সরবরাহ ৩৫
৫.৩.১.১ পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ৩৬
৫.৩.১.২ পয়েন্ট সোর্স (নন-পাইপড্) পানি সরবরাহ ৩৭
৫.৩.২ নগর স্যানিটেশন ৩৭
৫.৩.২.১ সুয়্যার সেবা ৩৭
৫.৩.২.২ ড্রেইনেজ সেবা ৩৮
৫.৩.২.৩ কনজারভেন্সি সেবা ৩৮
৫.৩.২.৪ প্রচলিত স্যানিটেশন ব্যবস্থা ৩৮
৫.৩.৩ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ৩৯
৫.৩.৪ গ্রামীণ স্যানিটেশন ৩৯
৫.৩.৫ বিক্রেতা (ভেন্ডরস্) প্রদত্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা ৪০
৫.৩.৬ ভাসমান জনগোষ্ঠীর জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা ৪১
৫.৩.৭ গবেষণা ও কর্মগবেষণাধর্মী উদ্যোগের ব্যয়-বণ্টন ৪১
৫.৪ জরুরি অবস্থায় বা দুর্যোগকালীন বিশেষ সেবা ৪১
৫.৫ উচ্চমাত্রায় আর্সেনিক সংক্রমিত এলাকার জন্য বিশেষ সেবা ৪২

অনুচ্ছেদ ৬ : সেবা স্তর নিরূপণ নির্দেশিকা ৪৩-৪৭

৬.১ সেবার পরিধি (সার্ভিস কভারেজ) নিরূপণ ৪৩
৬.২ সেবার স্তর (সার্ভিস লেবেলস্) নিরূপণ ৪৪
৬.৩ পরিচালনা দক্ষতা (অপারেটিং ইফিসিয়েন্সি) নিরূপণ ৪৬

শব্দ-সংক্ষেপ

এডিবি	: এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক)
এডিপি	: এ্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি)
এআরটি	: আর্সেনিক রিমুভাল টেকনোলজি (আর্সেনিক পরিশোধন প্রযুক্তি)
বিএমডিএ	: বারিন্দ মাল্টিপারপাস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)
বিএমএসএল	: বেসিক মিনিমাম সার্ভিস লেবেল (ন্যূনতম মৌলিক সেবার স্তর)
সিবিও	: কমিউনিটি বেসড্ অর্গানাইজেশন (জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন)
সিসি	: সিটি কর্পোরেশন
সিএইচটি	: চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস্ (পার্বত্য চট্টগ্রাম)
সিএইচটিডিবি	: চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস্ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড)
ডালি	: ডিস অ্যাবিলিটি অ্যাডজাসটেড্ লাইফ ইয়ার
ডিবিটি	: ডিক্রিসিং ব্লক ট্যারিফ (ক্রমহ্রাসমান স্তর শুল্ক)
ডিপিএইচই	: ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনিয়ারিং (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর)
ইআরসি	: এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন
জিডিপি	: গ্রস ডোমেস্টিক প্রডাক্ট (সার্বিক জাতীয় উৎপাদন)
জিএফএস	: গ্রাভিটি ফেড সিস্টেম
জিওবি	: গভার্নমেন্ট অব বাংলাদেশ (বাংলাদেশ সরকার)
এইচডিসি	: হিল ডিসট্রিক্ট কাউন্সিল (পার্বত্য জেলা পরিষদ)
আইবিটি	: ইনক্রিসিং ব্লক ট্যারিফ (ক্রমবর্ধমান স্তর শুল্ক)
আইইসি	: ইনফরমেশন এডুকেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন (তথ্য শিক্ষা ও যোগাযোগ)
এলজিডি	: লোকাল গভার্নমেন্ট ডিভিশন (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
এলজিইডি	: লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর)
এলজিআই	: লোকাল গভার্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান)
এলপিসিডি	: লিটার পার ক্যাপিটা পার ডে (জনপ্রতি দৈনিক লিটার পরিমাণ)
এমডিজি	: মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা)
এমআইএস	: ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম
এমএলডি	: মিলিয়ন লিটার পার ডে
এমওএলজিআরডিসি	: মিনিস্ট্রি অব লোকাল গভার্নমেন্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেটিভস্
এনজিও	: নন-গভার্নমেন্ট অর্গানাইজেশন (বেসরকারি সংস্থা)
এনআরডব্লিউ	: নন-রেভিনিউ ওয়াটার (শুল্কবিহীন পানি)
ও অ্যান্ডএম	: অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেনেন্স (পরিচালন ও সংরক্ষণ)
পিডিবি	: পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড)
পিএসএফ	: পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (বালির ফিল্টারের সাহায্যে পুকুরের পানি পরিশোধন পদ্ধতি)
পিএসইউ	: পলিসি সাপোর্ট ইউনিট
পিডব্লিউএসএস	: পাইপড্ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম (পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ পদ্ধতি)
আরসি	: রিজিওনাল কাউন্সিল (আঞ্চলিক পরিষদ)
আরইবি	: রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড (পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড)
আরডব্লিউএইচএস	: রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম (বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি)
এসডিএফ	: সেক্টর ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (খাত উন্নয়ন কর্মকাঠামো)
এসডিপি	: সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম/প্ল্যান (খাত উন্নয়ন কর্মসূচি/পরিকল্পনা)
এসএসটি	: শ্যালো শ্রাউডেড টিউবওয়েল
টিএলসিসি	: টাউন লেবেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (শহর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি)
টিডব্লিউ	: টিউবওয়েল (নলকূপ)

ইউএফডব্লিউ	: আন-অ্যাকাউন্টেড ফর ওয়াটার (হিসাব বহির্ভূত পানি)
ইউনিসেফ	: ইউনাইটেড নেশন্স চিলড্রেনস্ ফান্ড (জাতিসংঘ শিশু তহবিল)
ইউপি	: ইউনিয়ন পরিষদ
ইউপিআই	: ইউনিট ফর পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন
ভিএসএসটি	: ভেরি শ্যালো শ্রাউডেড টিউবওয়েল
ওয়াসা	: ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি (পানি সরবরাহ ও স্যুয়ারেজ/পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ)
ডব্লিউএইচও	: ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অর্গানাইজেশন (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)
ডব্লিউকিউ	: ওয়াটার কোয়ালিটি (পানির গুণগত মান)
ডব্লিউএসআরসি	: ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন রেগুলেটরি কমিশন (পানি ও স্যানিটেশন নিয়ন্ত্রণ সংস্থা)
ডব্লিউএসপি	: ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন প্রোগ্রাম (পানি ও স্যানিটেশন কর্মসূচি)
ডব্লিউএসএস	: ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন (পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন)

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে সেবা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক উপযোগিতা অর্জন ও টেকসই উন্নয়ন দীর্ঘদিনের আলোচিত বিষয়। সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সরকার এ সেক্টরকে এগিয়ে নিতে জাতীয় উন্নয়ন এজেন্ডায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। তথাপি এ সেক্টরে কাঙ্খিত উন্নয়ন অর্জন সম্ভব হয়নি। জনগণের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা ও সেবা-প্রাপ্তির অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে সেক্টরের সেবা সুবিধাকে আরও উন্নত করা, প্রযুক্তি-পদ্ধতি ব্যবস্থাপনায় সৃজনশীলতা ও দক্ষতা প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে মানসম্মত পানি ও স্যানিটেশন সেবা পৌঁছে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারি সম্পদ ও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে যত দ্রুত সম্ভব অর্থনৈতিক স্বনির্ভতরা অর্জন করতে হবে এবং সেবার মনোন্নয়নে সরকারের পাশপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ অবারিত ও উৎসাহিত করতে হবে।

মৌলিক জনসেবায় পানি ও স্যানিটেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। সুপেয় পানির দুস্প্রাপ্যতার জন্য বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন অনেকাংশে দায়ী হলেও উন্নত ও টেকসই পানি সরবরাহ সেবা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আমাদের বাস্তব উপলব্ধি ও সদিচ্ছার অভাব, পানির অপরিকল্পিত ও অপরিণামদর্শী ব্যবহার, সেবা সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় অস্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অনুপস্থিতির মতো সমস্যাগুলো অস্বীকার করা যাবে না। অন্যদিকে, টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার অর্থনৈতিক উপযোগিতা প্রদর্শনে ব্যর্থতা, দ্রুত নগরায়ন ও ক্রমবর্ধনশীল জনসংখ্যার কারণে নগর সেবা ব্যবস্থার আধুনিকায়নে প্রতিবন্ধকতা, চাহিদামাফিক কার্যকর প্রযুক্তি-পদ্ধতি উদ্ভাবনে সমন্বিত উদ্যোগের অভাব ও আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনে রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার ফলে স্যানিটেশন সেবার উন্নয়নও বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। আশার কথা হলো-সামগ্রিক বিবেচনায় সরকারের নীতিমালা ও কাঠামোতে এ সকল দুর্বলতাকে বিবেচনায় রেখে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো পানি এবং স্যানিটেশন সেবাকে সামাজিক ও একই সাথে অর্থনৈতিক পণ্য বিবেচনার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা ব্যবস্থার বিরাজমান সমস্যা স্থায়ীভাবে কাটিয়ে উঠতে এ সকল সেবার বাণিজ্যিক ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য ব্যয়-বণ্টন কৌশলপত্র প্রণয়ন একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার ভারসাম্যপূর্ণ ব্যয়-পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও সেবা-পদ্ধতির টেকসই মানোন্নয়নে সময়ানুগ দাবি ধারণ করেই এ কৌশলপত্র প্রণীত হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ কঠিন কিন্তু দৃঢ়কল্প উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ)কে সাধুবাদ জানাই। সকল পর্যায়ে এ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাই আমাদের অঙ্গীকার।

আবু আলম মোঃ শহিদ খান

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তথাপিও, অভ্যন্তরীণভাবে সেক্টরের অর্থনৈতিক উপযোগিতা প্রদর্শন, বাহ্যিক সাহায্য নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাব্যতা ও সেবার গুণগত মানোন্নয়নে গ্রাহক চাহিদার প্রতি সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সংবেদনশীলতা প্রশ্নাতীত নয়। এসকল সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান সেক্টরের বিদ্যমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও সামগ্রিকভাবে সেবা-ব্যবস্থার স্থায়িত্বশীলতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত সরকারি নীতিমালাসমূহে সেক্টরটির বিদ্যমান সমস্যা ও সেগুলির সম্ভাব্য সমাধান গভীরভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। নীতিমালাসমূহে পানি ও স্যানিটেশন সেবার ব্যয় পুনরুদ্ধার এবং গ্রামীণ, শহর ও দুর্গম এলাকা নির্বিশেষে সেবা-বঞ্চিত ও দারিদ্র্য-পীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা-পরিকল্পনায় ও ব্যয়-বণ্টনে ন্যায্যতা, সামাজিক নিরাপত্তা, আর্থিক উপযোগিতার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮তে একটি অভিন্ন জাতীয় ব্যয়-বণ্টন কৌশলপত্র প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে এবং নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, "পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাসমূহ ব্যবহারকারীদের চাহিদা ও ব্যয় ভাগাভাগির অংশীদারত্বের ভিত্তিতেই প্রদান করতে হবে"। সুপারিশটি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সনে স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে ডিপিএইচই, ঢাকা ওয়াসা ও ইউপিআই-এর যৌথ উদ্যোগে ব্যয়-বণ্টন কৌশলপত্রের খসড়া প্রণীত হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান-এঁর গতিশীল নেতৃত্ব ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে কৌশলপত্রটি প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণের যাবতীয় উদ্যোগ গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে তাঁর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। সার্বিক সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত-সচিব (পানি সরবরাহ) বেগম জুয়েনা আজিজকে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৌশলপত্রের পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের নেতৃত্ব প্রদানকারী স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব মোঃ শামস্-উদ্দিন আহমেদ এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ মূল্যবান অবদান রাখেন। উপ-কমিটি ও ওয়ার্কিং গ্রুপে প্রতিনিধিত্বকারী সকল সংগঠন ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ কৌশলপত্র প্রণয়নকালে পিএসইউ প্রকল্পের ভূতপূর্ব প্রকল্প পরিচালক ও উপসচিব মো: শরিফুল আলম-এর অবদান আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

পলিসি সাপোর্ট ইউনিটের সিনিয়র সেক্টর অ্যাডভাইজার পল এরিক ফ্রেডেরিকসেন সার্বক্ষণিকভাবে কৌশলপত্রটি প্রণয়নে পরামর্শকদের সাথে কাজ করেছেন ও ব্যবস্থাপনা সহযোগিতা প্রদান করেছেন। পিএসইউ'র অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজটি সম্পাদনে সহযোগিতা করেছেন, এঁদের সকলকেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। নিয়োগকৃত পরামর্শকবৃন্দ কৌশলপত্রটি প্রণয়নে অকান্ত পরিশ্রম, সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন তাঁদেরকেও জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

কৌশলপত্র বিষয়ে এর ব্যবহারকারী ও আগ্রহী পাঠকবৃন্দের যেকোনো পরামর্শ ও খোলা মতামত সাদরে গৃহীত হবে, এবং আমার দৃঢ়-বিশ্বাস এসকল পরামর্শ ভবিষ্যতে কৌশলপত্রটির পুনঃপর্যালোচনা ও সময়োপযোগীকরণে সহায়ক হবে।

কাজী আব্দুল নূর
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ

অনুচ্ছেদ ১

পটভূমি ও উদ্দেশ্যসমূহ

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশে সাধারণত পানিকে প্রকৃতির অফুরন্ত অবাধ দান (perpetual free gift of nature) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা মোটেও এমন নয়; বরং পানির রয়েছে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক মূল্য। বিশেষ করে শহর এলাকায় স্যানিটেশন সেবা, যেমন : স্যুয়ারেজ[১], ড্রেইনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খুবই ব্যয়বহুল এবং আর্থিক উপযোগিতার (financial viability) প্রশ্নে এ ধরনের সেবার পরিধি (coverage) সম্প্রসারণ মারাত্মকভাবে বাধার সম্মুখীন। এহেন অবস্থায়, দেশের বহু মানুষ এখনও বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। জনস্বাস্থ্যের এ দৈন্যদশা প্রতিফলিত হচ্ছে যথোপযুক্ত সেবা না পাওয়ার মধ্য দিয়ে। ফলে নানারকম বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করায় জনগণকে দিতে হচ্ছে অতিরিক্ত আর্থিক মূল্য।

বাংলাদেশের জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮-এ পানিকে একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাই পানির অপচয় ও ক্ষয় হ্রাস, যথাযথ সংরক্ষণ ও সর্বোচ্চ ব্যবহার (higher value use) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পানির অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ জরুরি। ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে বিষয়টি আরো জটিল আকার ধারণ করছে এবং পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। কেননা পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলোর পরিচালন, সংরক্ষণ (operation and maintenance) এবং সম্প্রসারণ ব্যয় (cost of extension) বেশি হলেও রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ অত্যন্ত কম। রাজস্ব আদায় কম হওয়ায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের সকল ব্যবস্থায় তহবিল সংকট একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ফলে সেবাব্যবস্থা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। এই সংকটের কারণগুলো হলো - সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, পানি সরবরাহ ব্যয় গ্রাহকদের নিকট থেকে আদায়ে অনীহা, রাজস্ব আদায়ে অদক্ষতা এবং পানির অপচয় ও অপব্যবহার রোধে ব্যর্থতা। এছাড়াও গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিষয়টি আরো জটিলতর করে তুলছে।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতের 'স্থায়িত্বশীলতা (sustainability)' আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়টিকে প্রযুক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিবেশগত, আর্থিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। অর্থনৈতিক স্থায়িত্বশীলতার জন্য গ্রাহকদেরকে পরিবেশগত ও ভবিষ্যত সংস্কার সংক্রান্ত ব্যয়সহ পরিচালন ও সংরক্ষণ ব্যয়ের পুরোটা বহন করতে হবে। আর্থিক স্থায়িত্বশীলতার (financial sustainability) জন্য নিশ্চিত করতে হবে যে সেবা খাতটি মূলধনী (capital), অবচয় (depreciation) এবং পরিচালন ও সংরক্ষণ ব্যয়ের পূরোটা তুলে আনতে সক্ষম।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে এই কৌশলপত্রটি প্রণীত হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হলো, বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতের সকল সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক একটি একক (uniform) এবং যুক্তিসঙ্গত নমনীয় পন্থা (reasonably flexible approach) অবলম্বন করতে পারে; এবং সেইসঙ্গে একটি কার্যকর ব্যয়-বণ্টন পদ্ধতি (cost sharing modality) প্রচলন করা সম্ভব হয়। এই খাতের আর্থিক উপযোগিতা ও টেকসই সেবাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-অর্জনকে সামনে রেখে কৌশলপত্রটিতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের সাথে সরকারি নীতিমালার ব্যাখ্যা (policy interpretation), অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া (economic pricing), শুল্ক নির্ধারণের পন্থা (tariff design approaches), চাহিদার প্রতি সাড়াদানের প্রবণতা (promotion of demand responsiveness) ও পর্যায়ক্রমিকভাবে ভর্তুকি প্রত্যাহারের (gradual phasing out of subsidies) বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও কৌশলপত্রটির লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে পানি ও স্যানিটেশন সেবাপ্রদানকারী

[১] স্যুয়েজ হলো পাইপলাইন থেকে নির্গত বর্জ্য। স্যুয়ার হলো বর্জ্য পরিবহন– সাধারণত এটি একটি পাইপ, যা বর্জ্য পানি ও বস্তু অপসারণের কাজে ব্যবহৃত হয়। আর স্যুয়ার অপসারণের পুরো পদ্ধতিকেই বলা হয় স্যুয়ারেজ।

সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহকদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যয়-বণ্টন পন্থা (balanced cost sharing between users and service providers) চালুর মাধ্যমে মানসম্মত ও টেকসই সেবাব্যবস্থা অর্জন করা।

১.২ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার লাভ-ক্ষতি (cost-benefit)

বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার (২০০৬) মতে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ে জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG: Millenium Development Goals) অর্জন বিবেচনায় বাংলাদেশে প্রতি ১ ডলার বিনিয়োগের বিপরীতে প্রাক্কলিত লাভের পরিমাণ ৫.৪ ডলার। সকলের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করা গেলে এই লাভের অংকটি ৫.৬ ডলারে উন্নীত করা সম্ভব। অর্থাৎ এই খাতে বিনিয়োগ থেকে অন্ততপক্ষে ৫ গুণ লাভ করা সম্ভব। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতের তুলনা করলে দেখা যায়, স্যানিটেশনের জন্য অর্জিত লাভ পানি সরবরাহ থেকে বেশি (যেমন : প্রতি ১ ডলার বিনিয়োগের বিপরীতে স্যানিটেশনে লাভ ৬.৩ ডলার এবং পানি সরবরাহে লাভ ৩.৭ ডলার)।

বিশ্বব্যাংকের ২০০৬ সনের এনভায়রনমেন্ট কান্ট্রি এ্যাসিস্টেন্স স্ট্র্যাটেজির ভাষ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে প্রতি বছর প্রায় ৮০ কোটি ডলারের (অনুমিত) ক্ষতি হচ্ছে। হিসাবটি 'ডালি' (DALY: Disability-Adjusted Life-Year) পদ্ধতিতে করা হয়েছে। এতে কেবলমাত্র স্বাস্থ্যগত (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) সুফল বা লাভকে (health benefit) হিসেবে আনা হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (২০০৬) বলছে, বাংলাদেশে ১০০ ভাগ কভারেজের জন্য আনুমানিক ৬৬ কোটি ২০ লক্ষ ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন। কিন্তু এ বিনিয়োগ হতে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অ-স্বাস্থ্যগত (non-health benefit) সুফল পাওয়া যাবে প্রায় ৩৬৮ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার। বাংলাদেশে অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রভাব বিষয়ে ২০১০ সনে ডব্লিউএসপি-বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষায়[২] বলা হয়েছে, কেবলমাত্র অপর্যাপ্ত স্যানিটেশনের কারণে সৃষ্ট বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রভাবের বা ক্ষতির পরিমাণ (economic impact of inadequate sanitation) প্রায় ২৯,৫৫০ কোটি টাকার সমান। ডলারে এর পরিমাণ ৪২৩ কোটি। এটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির (GDP) ৬.৩ শতাংশ।

১.৩ কৌশলপত্রের লক্ষ্য

কৌশলপত্রটির প্রতিপাদ্য হলো-উপযোগী ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যয়-বণ্টনের (enhanced and well-balanced cost sharing) লক্ষ্যে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতের জন্য একটি উপায় নির্ধারণ করা। তার আগে কৌশলপত্রে বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতে বিদ্যমান প্রেক্ষিত (sector context), সেক্টরসংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও নীতি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা (institutional development and policy reform requirements) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত আছে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণের (economic pricing of water supply and sanitation services) মতো বিষয়।

কৌশলপত্রটির সার্বিক লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের সেবাসুবিধার ব্যয়-বণ্টনের জন্য একটি কার্যকর ও বাস্তব পন্থা (a functional ways and means) প্রণয়ন করা। যাতে ২০২৫ সনের মধ্যে সকলের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার মানোন্নয়ন ও ব্যাপক অভিগম্যতা (facilitate standardization of and increased access) নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। একইসঙ্গে মূল্যের বিবেচনায় (at cost) সেবাসমূহ যেন সাধারণ গ্রাহকের নিকট আর্থিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ (affordable), সামাজিকভাবে ন্যায়সঙ্গত (equitable) ও সার্বিকভাবে টেকসই (sustainable) হয়।

১.৪ কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য

কৌশলপত্রটির উদ্দেশ্য হলো গ্রাহকের কাছ থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে খরচের বর্ধিত অংশ আদায় (to recover gradually the increased share of costs from the service users) করা। একই সাথে সেবাপ্রদানকারীর অংশ (মূলত ভর্তুকি)

[২] ইকোনমিক ইমপ্যাক্টস্ অব ইনএডিকুয়েট স্যানিটেশন ইন বাংলাদেশ (খসড়া), ড. আবুল বারাকাত, জুলাই ২০১০।

ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার (decrease the share of providers) মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার ব্যয় ও আয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো :

- **সেবার ব্যয় পুনরুদ্ধার** (recovering costs of services) : ভৌত অবকাঠামো ও সেবা সরবরাহ পদ্ধতির ব্যয় পুনরুদ্ধার হার (যেমন : মূলধনী, পরিচালন ও সংরক্ষণ এবং অবচয় ব্যয়) বাড়ানো। বিপরীতে সেবাপ্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বহনের দায় পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা।

- **আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন** (gaining financial self-sufficiency) : অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সরকারি সেবা সংস্থা বা সেবাপ্রদানকারীদেরকে সহযোগিতা করা। ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠান পরবর্তীকালে গ্রাহকদের চাহিদা ও পছন্দমতো সেবা প্রদানে সমর্থ হবে;

- **পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা উন্নত ও মানসম্মতকরণ** (standardization of WSS services) : গ্রাহকরা বর্ধিত হারে ব্যয়ভার বহন করলে সেবাব্যবস্থা অর্থনৈতিকভাবে উপযোগী হবে এবং সর্বোপরি মানসম্মত সেবা পেতে সহায়ক হবে;

- **স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিতকরণ** (ensuring sustainability) : মালিকানাবোধ সৃষ্টি এবং সেবা প্রদানকারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে সম্পৃক্ত করে পরিচালন ও সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার সাথে স্থায়িত্বশীলতার একটি প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। সেবার ব্যয় পুনরুদ্ধারই কেবলমাত্র সেবা প্রদানকারীকে অব্যাহতভাবে সেবাব্যবস্থা পরিচালনা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব নিতে সমর্থ করে। ফলশ্রুতিতে সেবা ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা স্থায়িত্বশীল হয়;

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন ছাড়াও ব্যয়-বণ্টন কৌশলপত্রে প্রাপ্ত ভৌত সেবাব্যবস্থার প্রতি গ্রাহকদের বা ভোক্তাদের মালিকানাবোধ সৃষ্টির (developing a sense of belongingness) বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এটা চূড়ান্তভাবে সেবা-সুবিধাগুলোর যথাযথ পরিচর্যা নেওয়ার নিশ্চয়তা দেয় এবং সেবাব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী হতে সহায়তা করে। মালিকানাবোধ ও নাগরিক দায়িত্বশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার সামাজিক মর্যাদার গুরুত্ব বাড়ায় (add value to social dignity of the service recipients)। কৌশলপত্রটি সেবা-সুবিধার ব্যয়ের বড় অংশ ব্যবহারকারী বা গ্রাহক কর্তৃক বহন করাকে সমর্থন করে। এতে গ্রাহকের দায়বদ্ধতা বাড়ে। সেটা সেবা-সুবিধা পরিচালনা ও সংরক্ষণের পাশাপাশি উন্নত সেবার স্তরে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে তাঁদের আরো দায়িত্বশীল হতে অনুপ্রাণিত করে। এভাবে চাহিদা-সংবেদনশীলতার উন্নয়ন (promotion of demand responsiveness) সহজতর হয়।

১.৫ কৌশলপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়া

স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর আওতায় বর্তমান পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (PSU)-এর পূর্বতন ইউনিট ফর পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন (UPI)-এর উদ্যোগে ২০০৫ সনের এপ্রিল মাসে প্রথম পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য একটি খসড়া ব্যয়-বণ্টন[৩] কৌশলপত্র (draft cost sharing strategy) প্রণয়ন করা হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) ও ঢাকা ওয়াসার (WASA) সহায়তায় খসড়াটি প্রণীত হয়। মূলত জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮ এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য দরিদ্র-সহায়ক কৌশলপত্র ২০০৫-এর সুপারিশমালা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই খসড়াটি প্রণীত হয়। ঐ খসড়াটিকেই বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য চূড়ান্ত ও একটি কার্যকর কৌশলপত্র প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে নেওয়া হয়েছে। কৌশলপত্রটিতে আর্থিকভাবে উপযোগী ও একটি টেকসই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাব্যবস্থা অর্জনের নির্দেশনা (guidance towards a financially viable and sustainable WSS service delivery) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

খসড়া ব্যয়-বণ্টন কৌশলপত্রটি পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত করার জন্য অংশগ্রহণমূলক পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিমালা ও আইন-কানুন (যেমন : আইন, নীতিমালা ও কৌশলপত্রসমূহ) পর্যালোচনা, বাংলাদেশের পানি

[৩] ব্যয় বণ্টন বলতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার ব্যয়ের যে অংশটি প্রকল্প/কর্মসূচি বা সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বহন করা হয় না, সেই অংশটি গ্রাহক বহন করেন–সেবাপ্রদানকারী ও গ্রাহকের মধ্যে ব্যয় বহনের এই অংশীদারত্বকেই বুঝানো হয়েছে। ব্যয়-বণ্টন কথাটির মাধ্যমে ব্যয়ের বেসরকারি অংশকেই বুঝায়, তার পরিমাণ যাই হোক না কেন। এটি এমনকি অত্যন্ত কম পরিমাণেও (১%) হতে পারে, যা মূলত গ্রাহকরা বহন করে থাকেন।

সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা বা এসডিপি'র (২০১১-২৫) সুপারিশমালা বিশ্লেষণ এবং দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্রের সাথে আলোচ্য কৌশলপত্রের যৌথ প্রয়োগযোগ্যতা (conjunctive applicability) পর্যালোচনা। এর লক্ষ্য হলো সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্দেশনার তামিল বা পরিপালন নিশ্চিত (ensure compliance with relevant policies and principles) করা। এছাড়া সংশোধিত খসড়া বিষয়ে সেক্টরের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে ব্যাপক আলোচনা ও এতে তাঁদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। সেক্টরের বিশেষজ্ঞগণ, পেশাজীবীগণ, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাগণ কৌশলপত্রটির ওপর তাঁদের মতামত দিয়েছেন।

উপর্যুক্ত পদ্ধতি ছাড়াও কৌশলপত্রটি প্রণয়ন ও সংশোধনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর নেতৃত্বে একটি 'ওয়ার্কিং গ্রুপ[৪]' গঠন করা হয়। কৌশলপত্র প্রণয়নের সকল পর্যায়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ ধারাবাহিকভাবে পরামর্শমূলক ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। মাঠ পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনামূলক সভা ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে তাঁদের মতামত গ্রহণ করে কৌশলপত্রটির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। চূড়ান্ত খসড়া কৌশলপত্রটি একটি জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। পরবর্তী সময়ে চূড়ান্ত কৌশলপত্রটি বাংলাদেশ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক জাতীয় ফোরামে উপস্থাপন ও আলোচনা শেষে সরকারি অনুমোদন লাভ করে (কৌশলপত্র তৈরি পদ্ধতির পূর্ণ বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ড : ব্যাকগ্রাউন্ড ডকুমেন্টে বর্ণনা করা হয়েছে)।

[৪] ওয়ার্কিং গ্রুপটি বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক জাতীয় ফোরামের কাঠামোর অধীনে গঠন করা হয়। গ্রুপের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন উপসচিব; এছাড়া স্থানীয় সরকার বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী যেমন এডিবি, ইউনিসেফসহ অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ গ্রুপটির সদস্য হিসেবে কাজ করেন।

অনুচ্ছেদ ২

নীতি নির্দেশনা

২.১ জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮

এই নীতিমালাতে প্রচলিত ধারার সেবা প্রদানের ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের (transition from traditional service delivery) ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পানির মূল্যকে এখানে অন্যতম প্রধান মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। নীতিমালায় স্বীকার করা হয়েছে যে, পানির একটি জৈব, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে। বলা হয়েছে, ''যেহেতু পানিকে ক্রমান্বয়ে একটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, সেহেতু পানির সরবরাহ গ্রাহকদের চাহিদা ও ব্যয়-বণ্টনের ভিত্তিতেই করতে হবে''। এতে সেবাব্যবস্থার আর্থিক উপযোগিতার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে যাতে সেগুলোর ব্যবহারে অর্থনৈতিক মূল্য প্রতিফলিত হয়। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যয় পুনরুদ্ধার করা। তবে সেবাসমূহের বর্তমান মূল্য থেকে নতুন বর্ধিত মূল্যে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি পর্যায়ক্রমিক রাখার জন্য এ নীতিমালায় সুপারিশ করা হয়েছে। একইসাথে হত-দরিদ্রদের জন্য একটি নিরাপত্তা বেষ্টনী (safety net) প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত নীতিমালায় উল্লেখ আছে যে, কেবলমাত্র পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার ভৌত সুবিধাদিই টেকসই জনস্বাস্থ্য ও গ্রাহকের সার্বিক কল্যাণের জন্য যথেষ্ট নয়, এর জন্য ব্যবহারকারীদের স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ পরিবর্তনের মৌলিক বিষয়গুলো ও স্থায়িত্বশীলতার প্রতি নজর দেওয়া দরকার। সেবা পরিকল্পনায়, বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ও ব্যয় বহনে ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসব সম্ভব।

২.২ বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য দরিদ্র-সহায়ক কৌশলপত্র ২০০৫

দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে কৌশলপত্রটি প্রণীত হয়। প্রথম প্রয়োজনীয়তাটা হলো 'দারিদ্র্যকে সরাসরি আঘাত করা (direct attack on poverty)', যেহেতু উন্নয়নের ফল সুষমভাবে বণ্টিত হয় না। দ্বিতীয়ত হত দরিদ্রদের জন্য একটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (safety net) তৈরি করা, যার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে ভর্তুকি কমিয়ে আনা যায়। এই সুপারিশটি জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮তে অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। এই সুপারিশ যথাযথভাবে কার্যকর করতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য দরিদ্র-সহায়ক কৌশলপত্র ২০০৫-এ 'হত-দরিদ্র' জনগোষ্ঠীর একটি বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। কৌশলপত্রে সরকারের বিদ্যমান নীতিমালার ওপর গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রাহক জনগোষ্ঠী, দরিদ্র বা হত-দরিদ্র কিংবা অদরিদ্র যে শ্রেণিরই হোক না কেন, উপকারভোগীর অংশ হিসেবে তাদেরকে পানি সরবরাহ প্রকল্পের মূলধনী ব্যয়ের ন্যূনতম ১০% বহন করতে হবে। এতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, লক্ষিত দল (যে সমস্ত হত-দরিদ্র পরিবার মৌলিক ন্যূনতম সেবা স্তরের[৫] নিচে অবস্থান করছে) উপকারভোগীর অংশ হিসেবে অহত-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত ব্যয়ভাগের অর্ধেক (৫০%) বহন করবে।

২.৩ জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯

নীতিমালায় স্বীকার করা হয়েছে যে, পানি প্রকৃতির অফুরন্ত দান নয় যে তা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা যাবে। পরিমাণ বা গুণগত মানের দিক দিয়ে পানির প্রয়োজনীয়তা জীবনের জন্য অপরিহার্য। এটি একটি মৌলিক মানবাধিকার। সমাজের অন্য কোনো সদস্যের অধিকার ক্ষুণ্ন না করে পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে এতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নীতিমালাতে টেকসই পানি সরবরাহ পদ্ধতিকে সমুন্নত রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। এটি করতে হবে যথাযথ আইনি ও আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে। এখানে দায়িত্বশীলতার

---

[৫] **মৌলিক ন্যূনতম সেবা স্তর** সম্পর্কে দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্রে বলা হয়েছে :

(ক) খাবার পানি পান করা, রান্না করা এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহৃত পানির বেলায় মৌলিক ন্যূনতম সেবা স্তর হবে প্রতিদিন জনপ্রতি ২০ লিটার পানি, নিরাপদ পানির উৎসটি গৃহস্থালীর ৫০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত হতে হবে এবং পান করার পানির গুণগত মান জাতীয় সুপেয় পানির মানদণ্ড অনুযায়ী হবে।

(খ) স্যানিটেশন : প্রতি পরিবারের জন্য একটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা। যদি জায়গার অপ্রতুলতা বা অন্য কোনো কারণে প্রতি পরিবারের জন্য একটি পায়খানার ব্যবস্থা করা সম্ভব নাও হয়, তবে পরিবারটির জন্য যেন অন্য পরিবারের পায়খানাটি ব্যবহার করার সুযোগ থাকে। কোনো অবস্থাতেই ভাগাভাগিতে ব্যবহারযোগ্য পায়খানাটি দুই পরিবার (অনধিক ১০ সদস্যবিশিষ্ট) -এর অধিক অথবা 'কম্যুনিটি ল্যাট্রিনের' বেলায় পায়খানা প্রতি ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০ জনের বেশি হবে না।

জন্য প্রণোদনা (incentives) এবং পানির অধিকার ও মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে বিশদ ও পরিষ্কার বর্ণনা থাকতে হবে। পানির অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার দিক বিবেচনা করে পানির মূল্য নির্ধারণের বর্তমান প্রক্রিয়াতে পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয়তা নীতিমালায় উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে, অন্যান্য যে সকল অর্থনৈতিক প্রণোদনা (economic incentives) পানির চাহিদা ও সরবরাহকে প্রভাবিত করে সেসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা দরকার। পানির দুষ্প্রাপ্যতার মূল্য (scarcity value of water) জানান দিতে নীতিমালাটিতে পানির উৎপাদন ও সরবরাহ-ব্যয় পুনরুদ্ধার, আর্থিক মূল্য নির্ধারণ এবং অর্থনৈতিক প্রণোদনা বা বিপরীত কিছু প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। পানির চাহিদা ও সরবরাহকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে এটা খুবই প্রয়োজন। নীতিমালাটি সরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে পর্যায়ক্রমে আর্থিকভাবে স্বশাসিত সংস্থায় রূপান্তরের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বলা হয়েছে, সংস্থাগুলোর সরবরাহকৃত সেবার বিপরীতে গ্রাহকদের ওপর ফিস আরোপ ও তা আদায় করার কার্যকর কর্তৃত্ব থাকতে হবে।

২.৪ জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০০৫

কৌশলপত্রে সকল পর্যায়ে সরকারি ভর্তুকির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতির অভাব স্বীকার করা হয়েছে। জোর দেওয়া হয়েছে সুপারিশকৃত কার্যক্রমে সেবা প্রদানের ব্যবস্থাকে টেকসই করার ওপর। এখানে পরিষ্কারভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, কোনো স্যানি টশন ব্যবস্থার মালিকানা এবং তার পরিচালনা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব ব্যবহারকারী পরিবার বা জনগোষ্ঠীর ওপরই বর্তাবে। কৌশলপত্রটি বিশেষভাবে বর্ধিত হারে জনগোষ্ঠীর সম্পদ সমাবেশের (mobilization of community resources) (যেমন : বর্ধিত ব্যয় পুনরুদ্ধার) জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর আলোকপাত করেছে। বলা হয়েছে, শতভাগ স্যানিটেশন কভারেজ অর্জনের জন্য এটি অপরিহার্য।

২.৫ জাতীয় আর্সেনিক নিরসন নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০০৪

এ নীতিমালায় যথাযথ বিকল্প কিন্তু জনগণের জন্য আর্থিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ প্রযুক্তি (appropriate alternative and affordable technologies) ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। কারণ, আর্সেনিক সংক্রমিত এলাকায় অগভীর নলকূপের মাধ্যমে পান করা ও রান্না করার জন্য আর নিরাপদ পানি পাওয়া যাচ্ছে না। এর স্পষ্ট অর্থ হলো, আর্সেনিক আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে দরিদ্রদের নিরাপদ পানির অভিগম্যতার জন্য (for accessing safe drinking water) নতুন ও তুলনামূলকভাবে দামি প্রযুক্তি (যেমন : অগভীর নলকূপের পরিবর্তে গভীর নলকূপ) ব্যবহার করতে হবে। এমন পরিস্থিতি শুধু জনগোষ্ঠী কর্তৃক ব্যয়-বণ্টনের দাবিই করে না, বরং সুনির্দিষ্টভাবে দরিদ্র ও হত-দরিদ্রদের দুর্দশা লাঘবের জন্য একটি সু-ব্যবস্থিত ভর্তুকি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও তুলে ধরে।

২.৬ স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ : আইনে সিটি কর্পোরেশনগুলোকে পানি সরবরাহ, ড্রেইনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো মৌলিক নগর সেবাসমূহের জন্য যথাযথ শুল্ক (tariff), চাঁদা (tolls), কর (taxes), এবং ফিস ধার্য করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবে এসকল শুল্ক কিংবা কর বাড়ানোর প্রয়োজন হলে অথবা নতুন কর ধার্য করতে হলে সরকারের পূর্বানুমতি নিতে হবে।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ : এতে পৌরসভাগুলির ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে পৌরসভা এলাকায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবাসমূহ অন্তর্ভুক্ত। আইনে পৌরসভাগুলোকে স্থানীয় পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কমিটির কাজ হলো স্থানীয় জনগণের সাথে পৌরসেবা ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি, করারোপ ও কর আদায় ইত্যাদি সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে মতবিনিময় করা। আইনানুযায়ী, পৌরসভাগুলো শুল্ক ও কর আরোপের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। তবে, এজন্য পৌরসভাগুলোকে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ : আইনটির মাধ্যমে স্বীয় অধিক্ষেত্রে (respective territories) জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, সমন্বয় ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার জন্য শুল্ক বা করারোপ বা তা নিয়ন্ত্রণের জন্য ইউপি'র কোনো ভূমিকা আইনটিতে রাখা হয়নি।

২.৭ ওয়াসা আইন ১৯৯৬

আইনটির মাধ্যমে ওয়াসাগুলোকে পাবলিক কর্পোরেশনের ভূমিকা পালনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ওয়াসাগুলোকে পানি সরবরাহ, স্যুয়ারেজ এবং বর্জ্য পানি অপসারণের ড্রেইনেজ সেবা প্রদানের একক কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আইনটিতে ওয়াসাগুলোকে উচ্চমাত্রার স্বায়ত্বশাসনের (high degree of autonomy) মাধ্যমে সমস্ত সেবা-অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ও সেগুলো পরিচালনা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ওয়াসাগুলোর কাঠামোকে স্বায়ত্বশাসিত কর্পোরেট ব্যবস্থাপনার মডেলে সাজানো হয়েছে। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি পরিচালনা পর্ষদের (Board of Directors) কাছে এগুলো জবাবদিহি করে থাকে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে (commercial manner) ওয়াসাগুলোকে পরিচালনা করতে আইনটি পরিচালনা পর্ষদসমূহকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণের জন্য সরকারকে কর্তৃত্ব প্রদান করেছে। অবশ্য আইনটির মাধ্যমে ওয়াসা কর্তৃপক্ষের ওপর সরকারের আর্থিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ওয়াসাগুলোকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তাদের সেবার শুল্ক বছরপ্রতি সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ হারে বাড়ানোর জন্য। তবে শুল্ক বৃদ্ধির আগে অবশ্যই সরকারের (স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়) অনুমোদন নিতে হবে।

২.৮ বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১১-২০২৫)

সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনাটি (SDP: Sector Development Plan) বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের নিরিখে মূল কৌশলগত ও পরিকল্পনা দলিল হিসেবে বিবেচিত। সংশোধিত এসডিপিতে সেবার পরিধি (coverage) ও মান (standards) উন্নয়নে 'ব্যয় পুনরুদ্ধারকে (cost recovery)' মুখ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পরিকল্পনাটি তৈরির প্রক্রিয়ায় ব্যয় পুনরুদ্ধার বিষয়ে সেক্টরের সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে ধারাবাহিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐকমত্যের ক্ষেত্রগুলো হলো : ক) একটি উত্তম কারিগরি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের (sound technical and financial management practices) ভিত্তিতে সকল পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতিগুলো পরিচালনা ও সংরক্ষণ করা; খ) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার ব্যয় পুনরুদ্ধারের উদ্যোগটি এমনভাবে গ্রহণ করা যাতে করে প্রাথমিকভাবে অন্তত পদ্ধতি পরিচালনা ও সংরক্ষণ (O&M) ব্যয় আহরণ করা যায়। এর লক্ষ্য হলো পরবর্তী কালে পর্যায়ক্রমে মূলধনী ব্যয় পুনরুদ্ধার (gradual recovery of capital costs) এবং অবনতিশীল পদ্ধতির পুনর্বাসন (rehabilitation of degraded systems) ও পদ্ধতি সম্প্রসারণের (expansion of facilities) বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য একটি তহবিল গঠন করা; গ) সেবার মান ও শুল্ক নির্ধারণের সময় সেবা প্রদানকারী ও গ্রাহক উভয়ের জন্য ন্যায্যতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার (fairness and social justice) নিশ্চিত করা; এবং ঘ) দরিদ্রদের জন্য একটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা এবং নারী, শিশু ও ভিন্নভাবে সক্ষম (differently able) ব্যক্তিদের চাহিদাগুলো সক্রিয় বিবেচনায় রাখা।

এসডিপিতে ভবিষ্যতের হুমকিসমূহ বা চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার জন্য সেক্টরের অনেকগুলি সংস্কার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে প্রধান প্রধান সেবাপ্রদানকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর (যেমন : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসাসমূহ, সিটি কর্পোরেশনসমূহ, পৌরসভাসমূহ ও বেসরকারি সেবাপ্রদানকারী) প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এজন্য প্রতিষ্ঠা করা হবে একটি নিয়ন্ত্রণকারী কর্ম-কাঠামো (regulatory framework)। অতঃপর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাব্যবস্থার সার্বিক বিষয়গুলো সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করতে একটি রেগুলেটরি কমিশন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়েছে। এসডিপি'র এসকল সুপারিশের ভিত্তিতেই বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার ব্যয়-বণ্টনের একটি একক কিন্তু যৌক্তিকভাবে নমনীয় কৌশলপত্র (a uniform but reasonably flexible cost sharing strategy) অবিলম্বে প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩

বিশেষ পরিভাষা ও সংজ্ঞাসমূহ

৩.১ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাসমূহ (WSS Services)

উৎস, প্রযুক্তি পদ্ধতি ও সেবা প্রদানের ধরন ও প্রক্রিয়া নির্বিশেষে যেমন : গৃহস্থালী (domestic), প্রাতিষ্ঠানিক (institutional), জনগোষ্ঠী (community), বাণিজ্যিক (commercial) ও শিল্প কারখানায় (industrial) এবং অন্যান্য গণ (public) (যেমন : ভাসমান জনগোষ্ঠী) অথবা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পানি ও স্যানিটেশন সুবিধাদিকেই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা হিসেবে গণ্য করা হবে।

সুনির্দিষ্টভাবে, পানি সরবরাহ সেবার অন্তর্ভুক্ত হবে :

ক) পরিশোধন পদ্ধতিসহ অথবা তদ্ব্যতীত পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ;

খ) পরিশোধন পদ্ধতিসহ অথবা তদ্ব্যতীত পয়েন্ট সোর্স বা পাইপলাইনবিহীন পানি সরবরাহ, যেমন : নলকূপ (Tubewell), কুয়া (Dug-well), রিং ওয়েল, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি (Rain Water Harvesting System), বালির ফিল্টারে পুকুরের পানি শোধন (Pond Sand Filter), আর্সেনিক পরিশোধন পদ্ধতি, ইত্যাদি;

গ) বিক্রেতার (Vendors') মাধ্যমে পানি সরবরাহ।

বৃহত্তর পরিবেশগত (broader perspective of environment) দিক থেকে 'স্যানিটেশন' পরিভাষাটি ব্যবহার ও গণ্য করতে হবে। নিম্নোক্ত ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা ও সেবাসমূহ স্যানিটেশন সেবার অন্তর্ভুক্ত হবে :

ক) সেপটিক ট্যাংকসহ কিংবা তদ্ব্যতীত পায়খানাসমূহ (যেমন : স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা)

খ) সেপটিক ট্যাংক থেকে বর্জ্য অবমুক্তকরণ (desludging)

গ) ড্রেইনেজ (বর্জ্য পানি ও বৃষ্টির পানি অপসারণের জন্য) সুবিধাদি

ঘ) পরিশোধন পদ্ধতিসহ অথবা তদ্ব্যতীত স্যুয়ারেজ (সেপটিক ট্যাংকসহ স্মল-বোর স্যুয়ার সিস্টেম অথবা বর্জ্য অপসারণ পদ্ধতি, যেগুলো উপশহর বা peri-urban এলাকার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে)

ঙ) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (solid waste management)।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা অবকাঠামো, সেবার মান ও সুবিধাদির উন্নয়নমূলক সেবাসমূহও পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হবে।

৩.২ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানকারী ও গ্রাহক (WSS Service Providers and Users)

<u>পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানকারী (WSS Service Providers)</u>

সেবা প্রদানকারীরা স্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত হবে : ক) সরকারি সেবা প্রদানকারী ও খ) বেসরকারি সেবা প্রদানকারী।

সরকারি সেবা প্রদানকারী : যেকোনো নির্দিষ্ট আইন বা অধ্যাদেশ (specific laws and ordinances) বলে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর এবং কেবলমাত্র পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা ও সেবা কিংবা এর অংশবিশেষ প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল সরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে এসকল সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো :

ক) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE)
খ) পানি সরবরাহ ও স্যুয়ারেজ কর্তৃপক্ষ (WASA)
গ) সিটি কর্পোরেশন (CC)
ঘ) পৌরসভা
ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলাপরিষদসমূহ (CHT-RC & HDCs)
চ) উপজেলা পরিষদ
ছ) ইউনিয়ন পরিষদ (UP)
জ) বহুমুখী উন্নয়ন (সরকারি) কর্তৃপক্ষসমূহ (যেমন : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড)
ঝ) দাতা সংস্থা এবং সরকারি অর্থ সাহায্যপুষ্ট এবং বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত অথবা বাস্তবায়নাধীন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প বা কর্মসূচিসমূহ।

বেসরকারি সেবা প্রদানকারী : প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি, বেসরকারি সংগঠন, যেমন : এনজিও, জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠনসহ (CBO) বেসরকারি সংগঠন এবং ব্যক্তি-মালিকানাধীন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (privately owned agencies)।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা গ্রাহক (WSS Service Users)

গ্রাহক একটি সাধারণ পরিভাষা। এতে কোনো ব্যক্তি, একদল ব্যক্তি (a group of persons), সংগঠন, সামাজিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা অনুরূপ অন্য কোনো সংস্থা/সংগঠনকে বুঝানো হয়েছে। এরা কোনো ব্যক্তিগত (personal), সমষ্টিগত (collective) অথবা ব্যবসায়িক (business) উদ্দেশ্যে মূল্যের বিনিময়ে অথবা বিনামূল্যে পানি ও স্যানিটেশন সেবা-সুবিধা ভোগ করে থাকে। প্রেক্ষিত অনুযায়ী গ্রাহকদের বৈশিষ্ট্যে তেমন ভিন্নতা নেই। বরং সকল ক্ষেত্রেই তারা পানি ও স্যানিটেশনকে একটি ব্যবহার্য পণ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং তা থেকে সুবিধা বা ফল ভোগ করে থাকে। অন্য কথায়, গ্রাহকদেরকে ভোক্তা বা ক্রেতাও বলা যায়।

৩.৩ গ্রাহক শ্রেণিবিন্যাস (Consumer Categories)

বর্তমান অনুশীলন (ইতিবাচক মিশ্র বৈশিষ্ট্যসহ/with a positive mix of criteria) এবং দারিদ্র্যের বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয় এমন চাহিদা বিবেচনায় রেখে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা গ্রাহকদেরকে মূল দুটি ভাগে বিভক্ত করা হবে। নিচের বক্স ১-এ বর্ণিত গ্রাহক শ্রেণিসমূহকে দারিদ্র্যের মাপকাঠিতে (poverty criteria) এবং বক্স ২-এ বর্ণিত গ্রাহক শ্রেণিসমূহকে সেবা ব্যবহারের উদ্দেশ্যের মাপকাঠিতে (based on the purpose of usage) চিহ্নিত করা হয়েছে।

বক্স ১ : দারিদ্র্যের পর্যায় ও নির্দেশকসমূহের ভিত্তিতে গ্রাহক শ্রেণি

(১) **হত-দরিদ্র**

- ***গ্রামীণ*** : পরে বর্ণিত যেকোনো নির্দেশক পূরণ করলে : (ক) ভূমিহীন পরিবার, (খ) গৃহহীন অথবা অন্যের বাড়িতে বা জমিতে (সরকারি বা বেসরকারি) বসবাসকারী পরিবার, (গ) পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি দিনমজুর, ১০০ শতাংশের কম জমির (বসতবাড়ি ও চাষাবাদের) মালিক, (ঘ) কোনো নির্দিষ্ট আয়ের উৎস নাই, (ঙ) পরিবারপ্রধান, একজন শারীরিকভাবে অসমর্থ বা মহিলা বা বয়োবৃদ্ধ (৬৫ উর্ধ্বে), (চ) পরিবারের মাসিক আয় ২,৪৯৯ টাকার কম।

- ***নগর এলাকা*** : পরে বর্ণিত যেকোনো নির্দেশক পূরণ করলে : (ক) ভূমিহীন পরিবার, (খ) গৃহহীন অথবা বস্তিতে/ফুটপাথে

বসবাসকারী পরিবার, (গ) পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী বা পরিবার প্রধান দিনমজুর, ১০০ শতাংশের কম জমির (বসতবাড়ি ও চাষাবাদের) মালিক অথবা ২০০ বর্গফুটের কম আয়তনের ভাড়া বাসায় বসবাস করে, কোনো নির্দিষ্ট আয়ের উৎস নাই; (ঘ) পরিবারপ্রধান একজন শারীরিকভাবে অসমর্থ বা মহিলা বা বয়োবৃদ্ধ (৬৫ উর্ধ্বে), (ঙ) পরিবারের মাসিক আয় ৩,৯৯৯ টাকার কম।

(২) দরিদ্র

- ***গ্রামীণ*** : পরে বর্ণিত যেকোনো নির্দেশক পূরণ করলে : (ক) ২০০ শতাংশের (২ একর) কম জমির (বসতবাড়ি ও চাষাবাদের) মালিক কিন্তু কেবলমাত্র কৃষির ওপর নির্ভরশীল পরিবার, (খ) নিম্নমানের (কাঁচা বা টিনচালা) এবং ৫০০ বর্গফুটের কম আয়তনের বাড়িতে বসবাস করে, (গ) পরিবারের কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট আয়ের উৎস এবং মাসিক আয় ৩,৯৯৯ টাকার বেশি নয়, (ঘ) বছরে তিন মাস খাদ্য ঘাটতি আছে, পরিবারের নারী ও পুরুষ উভয়েই বছরের কোনো-না কোনো সময় শ্রম বিক্রি করে, এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ বর্গাচাষে সম্পৃক্ত, (ঙ) পরিবারের শিশুদের স্কুলে লেখাপড়ার সুযোগ সীমিত।

- ***নগর এলাকা*** : পরে বর্ণিত যেকানো নির্দেশক পূরণ করলে : (ক) ভূমিহীন, নিম্নমানের (আধাপাকা বা টিনচালা) বা ৫০০ বর্গফুটের কম আয়তনের ভাড়া বাড়িতে বসবাস করে (খ) পরিবারের কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট আয়ের উৎস এবং মাসিক আয় ৪,৯৯৯ টাকার বেশি নয়, (গ) বছরে তিন মাস খাদ্য ঘাটতি আছে, পরিবারের নারী ও পুরুষ উভয়েই বছরের কোনো-না কোনো সময় শ্রম বিক্রি করে, এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ বর্গাচাষে সম্পৃক্ত, (ঘ) পরিবারের শিশুদের স্কুলে লেখাপড়ার সুযোগ সীমিত।

(৩) অদরিদ্র বা স্বচ্ছল : দরিদ্র ও হত-দরিদ্র পরিবারের বাইরের সকল গ্রাহক।

সংজ্ঞাগুলির সূত্রসমূহ : ১) বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য দরিদ্র-সহায়ক কৌশলপত্র ২০০৫, ২) হাউসহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে ২০০৫, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, এবং ৩) কেয়ার বাংলাদেশ।

বক্স ২ : সেবা ব্যবহারের উদ্দেশ্য ও নির্দেশকের ভিত্তিতে গ্রাহক শ্রেণি

গৃহস্থালী (নিম্নভোগী) : একটি একক পরিবার কর্তৃক একতলা, আধাপাকা বা কাঁচা বাড়িতে গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত পানি (ব্যবহারের পরিমাণ দৈনিক জনপ্রতি ৭০ লিটারের কম)।

গৃহস্থালী (উচ্চভোগী) : অনেকগুলি পরিবার কর্তৃক এপার্টমেন্ট বিল্ডিং বা বহুতল বাড়ি, সেমিপাকা বা কাঁচা বাড়িতে গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত পানি (ব্যবহারের পরিমাণ দৈনিক জনপ্রতি ৭০ লিটারের বেশি)।

প্রাতিষ্ঠানিক : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (সরকারি বা বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা), সরকারি অফিস, সামাজিক ও জনগোষ্ঠীভিত্তিক ক্লাব, দাতব্য সংস্থা, হাসপাতাল, ক্লিনিক, পানি সেবাকেন্দ্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন : মসজিদ, মন্দির, গির্জা অথবা একই রকম অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠান।

বস্তিবাসী (সরকারি বা বেসরকারি জমিতে অবস্থিত) : বস্তিতে বসবাসরত ব্যক্তি, পরিবার, দল ও জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন-এর মাধ্যমে গৃহস্থালীর কাজে সেবা (রাস্তার কল, দলীয় সংযোগ, উঠান সংযোগ, কিন্তু মৌলিক ন্যূনতম সেবা অর্থাৎ জনপ্রতি দৈনিক ২০ লিটারের কম, এবং কম্যুনিটি ল্যাট্রিন) ব্যবহারকারী।

শহর ও পেরি-আরবান এলাকার ভাসমান জনগোষ্ঠী : বহুমুখী উদ্দেশ্যে গণস্থানে (যেমন : বাজার/মার্কেট, বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন, বিনোদন পার্ক ইত্যাদি) সেবা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী (পানির ক্ষেত্রে ব্যবহারের পরিমাণ মৌলিক ন্যূনতম বা জনপ্রতি দৈনিক অনূর্ধ্ব ২০ লিটার)।

উপরোল্লিখিত গ্রাহক শ্রেণিসমূহকে একত্রে 'গৃহস্থালী-প্রাতিষ্ঠানিক-জনগোষ্ঠীভিত্তিক' গ্রাহক বলা হবে।

বাণিজ্যিক : অফিস (সরকারি বা বেসরকারি), বাণিজ্যিক ভবন (কাঁচা, পাকা, আধাপাকা), হোটেল-রেস্টুরেন্ট, দোকান, প্রাইভেট হাসপাতাল/ক্লিনিক ইত্যাদি যেখানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সেবাসমূহ ব্যবহৃত হয়।

শিল্প কলকারখানা : ছোট, মাঝারি ও বড় ফ্যাক্টরি, শিল্প কারখানা, টেক্সটাইল মিলস্, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, বেকারি, খাদ্য ও পানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি শিল্পে ব্যবহৃত যেকোনো সেবাগ্রহণকারী।

৩.৪ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার স্তর (WSS Service Levels)

ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও প্রেক্ষিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার স্তরও ভিন্ন ভিন্ন হবে। নিচে প্রদত্ত টেবিল ৩.১ থেকে ৩.৪ পর্যন্ত বিভিন্ন লক্ষিত সময়সীমার মধ্যে সেবার স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে। সাথে সেবার স্তর পরিমাপের সম্ভাব্য নির্দেশকগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমগ্র পরিকল্পনাটি বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য প্রণীত এসডিপি (SDP) ২০১১-২৫ অনুসরণে সাজানো হয়েছে।

টেবিল ৩.১ নগর পানি সরবরাহ সেবার স্তর

উন্নয়ন সূচকের স্কেল (Scale of development indicators)	*কভারেজ*	*উন্নয়ন নির্দেশকসমূহ (Development Indicators)*						
	% ব্যক্তি	*সেবার স্তর (Service Levels)*				*পরিচালনা দক্ষতা*		
		সরবরাহ সময় (ঘণ্টা) /দিন	*জনপ্রতি ব্যবহার লি./দিন*	*পানির মান (আর্সেনিক মিগ্রা/লি.)*	*পানির মান (ই-কোলি) / ১০০ মিগ্রা*	*হিসাব বহির্ভূত পানি (%)*	*লোকবল/ ১০০০ সংযোগ*	*রাজস্ব আদায় দক্ষতা (%)*
কম (স্বল্পমেয়াদি)	<৬০	<৬	<৭০	<০.০৫	০	৩৫	>১৩	<৭৫
মাঝারী (মধ্যমেয়াদি)	৬০-৯০	৬-১২	৭০-১০০	০.০৫-০.০১	০	২০-৩৫	১০-১৩	৭৫-৯৫
উচ্চ (দীর্ঘমেয়াদি)	>৯০	>১২	>১০০	>০.০১	০	<২০	<১০	>৯৫

উপর্যুক্ত টেবিলে ব্যবহৃত সেবার পরিধি (coverage), স্তর (levels) ও পরিচালনা দক্ষতার (operating efficiency) নির্দেশকসমূহ কেবলমাত্র শহর এলাকার পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সেবার জন্য প্রযোজ্য হবে। অন্যদিকে সেবার স্তরে পানির গুণের বর্ণিত মানদণ্ডগুলো (আর্সেনিক ও ব্যাকটেরিয়ার ঘনীভবন) এবং জনপ্রতি ব্যবহারের নির্দেশকসমূহ একইভাবে গ্রামীণ এলাকার পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের জন্য প্রযোজ্য হবে। আশা করা যায়, যখন গ্রামীণ পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলো ব্যাপকতা লাভ করবে, তখন এর জন্য পৃথক উন্নয়ন নির্দেশক তৈরি ও ব্যবহার করা যাবে।

টেবিল ৩.২ গ্রামীণ পানি সরবরাহ সেবার স্তর

উন্নয়ন সূচকের স্কেল (Scale of development indicators)	*কভারেজ*	*উন্নয়ন নির্দেশকসমূহ (Development Indicators)*			
	জন/প্রতি পানি পয়েন্ট সোর্স	*সেবার স্তর (Service Levels)*			*পরিচালনা দক্ষতা*
		পানির মান (আর্সেনিক মিগ্রা/ লি.)	*পানির মান (ই-কোলি) / ১০০ মিগ্রা*	*স্যানিটারি স্কোর*	*অকার্যকর/নষ্ট পয়েন্ট সোর্স (%)*
কম (স্বল্পমেয়াদি)	৫০	>০.০৫	০	৬-১০	>২০
মাঝারী (মধ্যমেয়াদি)	২৫-৫০	০.০৫-০.০১	০	৪-৫	১০-২০
উচ্চ (দীর্ঘমেয়াদি)	<২৫	<০.০১	০	০-৩	<১০

উপর্যুক্ত টেবিলে ব্যবহৃত উন্নয়ন নির্দেশকসমূহ কেবলমাত্র গ্রামীণ এলাকার পয়েন্ট সোর্স (নন-পাইপ্ড) পানি সরবরাহ সেবার বেলায় প্রযোজ্য হবে। শহর এলাকায় ব্যবহৃত পয়েন্ট সোর্স পানি সরবরাহ সেবার জন্য একই রকম উন্নয়ন নির্দেশক ব্যবহার করা যেতে পারে (যদিও অনুমান করা হচ্ছে যে, দীর্ঘমেয়াদে শহরাঞ্চলের ১০০% জনগোষ্ঠী পাইপলাইনের আওতায় আসবে)।

টেবিল ৩.৩ নগর স্যানিটেশন সেবার স্তর

উন্নয়ন সূচকের স্কেল (Scale of development indicators)	কভারেজ	উন্নয়ন নির্দেশকসমূহ (Development Indicators)			
	% জন	সেবার স্তর (Service Levels)		পরিচালনা দক্ষতা	
		ব্যবহৃত প্রযুক্তি পদ্ধতি	পরিচালন ও সংরক্ষণ অবস্থা	ল্যাট্রিনের বর্জ্য নিরাপদ অপসারণ	পরিচালন ও সংরক্ষণ ব্যয় পুনরুদ্ধার
কম (স্বল্পমেয়াদি)	<৬০	এক ও দুই গর্ত বিশিষ্ট জলাবদ্ধ পায়খানা	চলনসই	কম সংখ্যক	নিম্ন পর্যায়
মাঝারি (মধ্যমেয়াদি)	৬০-৯০	সীমিত স্যুয়ার, সেপটিক ট্যাংক এবং নিরাপদ বর্জ্য অপসারণসহ স্মল-বোর স্যুয়ার	মোটামুটি ভালো	মাঝারি সংখ্যক	মধ্যম পর্যায়
উচ্চ (দীর্ঘমেয়াদি) ২০১২	>৯০	প্রচলিত পায়খানা ও স্মল-বোর স্যুয়ার (স্যুয়েজ পরিশোধন ব্যবস্থাসহ)	খুব ভালো	বেশি সংখ্যক	উচ্চ পর্যায়

উপরের টেবিলে উপস্থাপিত উন্নয়ন নির্দেশকসমূহ নগর বা শহর এলাকার অন-সাইট ও অফ-সাইট স্যানিটেশন প্রযুক্তির জন্য প্রযোজ্য। এগুলোর ধারাবাহিক ও সফল প্রয়োগের পর শহর এলাকার জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য উন্নত স্যানিটেশন প্রযুক্তি (যেমন: ড্রেইনেজ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বর্জ্য পানি পরিশোধন ও পুনঃব্যবহার ইত্যাদির) মানসম্মত সেবা স্তর বিবেচনা করতে হবে।

টেবিল ৩.৪ গ্রামীণ স্যানিটেশন সেবার স্তর

উন্নয়ন সূচকের স্কেল (Scale of development indicators)	উন্নয়ন নির্দেশকসমূহ (Development Indicators)		
	কভারেজ	সেবার স্তর (Service Levels)	পরিচালনা দক্ষতা
	% জন	প্রযুক্তি	পরিচালন ও সংরক্ষণ অবস্থা
কম (স্বল্পমেয়াদি)	<৬০	এক গর্ত বিশিষ্ট জলাবদ্ধ পায়খানা	দুর্বল
মাঝারী (মধ্যমেয়াদি)	৬০-৯০	দুই গর্ত বিশিষ্ট জলাবদ্ধ পায়খানা	মোটামুটি
উচ্চ (দীর্ঘমেয়াদি)	>৯০	সেপটিক ট্যাংক ও নিরাপদ বর্জ্য অপসারণ পদ্ধতিসহ পায়খানা	সু-ব্যবস্থিত

গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রযুক্তির তালিকায় ভবিষ্যতে সেপটিক ট্যাংকসহ অথবা ব্যতিরেকে স্মল-বোর স্যুয়ার (small-bore sewer) এবং ক্ষুদ্র নর্দমা (small drainage) যুক্ত করা হবে। যখনই নতুন কোনো প্রযুক্তি তালিকায় যুক্ত হবে, তখনই সেটার জন্য পৃথক সেবার স্তর নির্ণয় ও তা সংযোজন করা হবে।

৩.৫ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার বিকল্প প্রযুক্তি (WSS Technology Options)

বাংলাদেশে ব্যবহৃত ও উদ্ভাবিত বর্তমান ও ভবিষ্যত সকল পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রযুক্তিগত বিকল্প (present and future potential alternative WSS technologies) পদ্ধতির জন্য এই কৌশলপত্রটি প্রযোজ্য হবে। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত :

পানি সরবরাহ প্রযুক্তিসমূহ

- অগভীর নলকূপ (Shallow Tubewell)
- শ্যালো শ্রাউডেড টিউবওয়েল (SST)
- ভেরি শ্যালো শ্রাউডেড টিউবওয়েল (VSST)
- তারা টিউবওয়েল
- গভীর নলকূপ (Deep Tubewell)
- পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (PSF)
- রিং ওয়েল
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি (Rain Water Harvesting System)
- পুকুর পুনঃখনন (Pond Reexcavation)

- আয়রণ রিমোভাল ও ট্রিটমেন্টপ্ল্যান্ট
- আর্সেনিক রিমোভাল ও ট্রিটমেন্ট প্রযুক্তি
- গ্র্যাভিটি ফেড সিস্টেম (GFS)
- পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রযুক্তি (গৃহ সংযোগসহ)
- পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রযুক্তি (গৃহ সংযোগ এবং গণ কলসহ)
- অন্যান্য অনুমোদিত ও লভ্য বিকল্প প্রযুক্তিসমূহ

স্যানিটেশন প্রযুক্তিসমূহ (পরিবেশ সম্বন্ধীয় সকল বিষয়সহ)

- সেপটিক ট্যাংকসহ অথবা ব্যতিরেকে জলাবদ্ধ (water sealed), অন্যান্য স্বল্পব্যয়ী (low cost), প্রতিবন্ধী-বান্ধব (disable friendly), জলবায়ু সহনীয় (climate resilient) স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (ব্যক্তিগত/ভাগে ব্যবহৃত/গণ/কমিউনিটি ভিত্তিক)
- স্যুয়ারেজ (with small bore)
- স্যুয়েজসহ অথবা ব্যতিরেকে ড্রেইনেজ (ক্ষুদ্র ও বৃষ্টির পানি অপসারণযোগ্য)
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃথক ও বিশদ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে)
- পানি সরবরাহ অঙ্গ বা ব্যবস্থাসহ স্কুল স্যানিটেশন।

উপর্যুক্ত স্যানিটেশন প্রযুক্তি ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, পাবলিক বা গণস্থানে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির সাথে পৃথক পানি সরবরাহ ইউনিট যুক্ত করতে হবে, যাতে করে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রযুক্তিগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

অনুচ্ছেদ ৪

বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ

৪.১ উন্নত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য চাহিদা সৃষ্টি

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার চাহিদা রেখা (demand curve) ব্যক্তিগত চাহিদা রেখারই সমষ্টি (an aggregation of individual demand curves)। তাই সেবা পরিকল্পক ও প্রদানকারীদেরকে উন্নত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার জন্য ব্যবহারকারীদের চাহিদা সৃষ্টিকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। কাজটি করতে হবে স্বাস্থ্যাভ্যাস উন্নয়ন (hygiene promotion) ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম (IEC activities) গ্রহণের মাধ্যমে। ব্যবহারকারী পরিবারগুলোর কাছে পানির অনেকগুলো বিকল্প উৎসের প্রস্তাব রাখতে হবে। এর প্রত্যেকটি বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে ও এমনকি সেগুলো মৌসুমভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। সেখান থেকে ব্যবহারকারীরা খাবার, রান্নার, গোসলের ও ধোয়ামোছার পানির জন্য পছন্দমতো বা সুবিধামতো উৎসটি বেছে নেবে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার অনেকগুলো বিকল্প রাখতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে সেগুলো যেন গ্রাহকদের কাছে সুলভ হয়। এগুলো হতে পারে, যেমন : গৃহস্থালির মৌলিক ব্যবহারের জন্য পানির সংযোগ; বাণিজ্যিক ও শিল্প কারখানায় ব্যবহার্য সংযোগ; পারিবারিক, জনগোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান ও গণ ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের পায়খানা; স্যুয়েজ অপসারণ ও পরিশোধন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি। চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে সেবার ধরন ও মান বেছে নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে ব্যবহারকারীদেরকে। পানি সরবরাহের বেলায় বিকল্প প্রস্তাবগুলো জনগোষ্ঠীর কাছে লভ্য পানি সেবার পরিমাণ (quantity), গুণগত মান (quality), বিশ্বাসযোগ্যতা (reliability) ও ব্যবহার উপযোগিতা (convenience) ক্রমান্বয়ে বাড়ানোর লক্ষ্যাভিমুখী হবে। বিকল্পগুলো জনগোষ্ঠীর কাছে সুলভও হতে হবে। *সেবার পরিমাণ, গুণগত মান, বিশ্বাসযোগ্যতা ও ব্যবহার উপযোগিতার* এরূপ পরিবর্তন যথেষ্ট থেকে মোটামুটি পর্যায়ের একটি ধাপে বা স্তরে হতে পারে। পানি সরবরাহ সেবার অর্থনৈতিক মূল্য এসব পরিবর্তনের মাত্রার ওপরেই অনেকখানি নির্ভর করে ।

৪.২ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ (Economic Pricing)

আয়-বণ্টন ও দারিদ্র্য-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর বিবেচনায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (স্যুয়ারেজ ব্যতীত) সেবার মূল্য নির্ধারণে প্রাথমিকভাবে ব্যবস্থাটির পূর্ণ আর্থিক খরচ[৬] (full financial costs) প্রতিফলিত হতে হবে। মূল্য আরোপের ফলে গ্রাহক দক্ষভাবে পানি ব্যবহারে প্রণোদিত ও সাশ্রয়ী হবে। পরবর্তী পর্যায়ে পানির মূল্য নির্ধারিত হবে পূর্ণ অর্থনৈতিক খরচের[৭] (full economic prices) (সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে প্রতিফলিত প্রভাব) ভিত্তিতে। এতে সময়োচিত ব্যয় (opportunity costs) ও বাহ্যিক ব্যয়ও (external costs) অন্তর্ভুক্ত থাকবে। স্যুয়ারেজ সেবার ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদে গ্রাহক পর্যায়ে উন্নত সেবার

---

[৬] পূর্ণ **আর্থিক খরচ** : মূলধনী ব্যয়, পরিচালনা ও সংরক্ষণ এবং পদ্ধতিটির অবচয় ব্যয়ের সমষ্টি।

[৭] পানির পূর্ণ **অর্থনৈতিক খরচের** তিনটি উপাদান, যেমন :

(ক) **দীর্ঘমেয়াদে সরবরাহের প্রান্তিক ব্যয়** : এতে মূলধনী ও চলমান ব্যয় অন্তর্ভুক্ত। সেগুলি প্রান্তিক ব্যয়, কেননা সেগুলি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ব্যয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

(খ) **বাহ্যিক খরচ/ব্যয়** : এর মূল উপাদানগুলি হলো,

অর্থনৈতিক বাহ্যিকতা : এগুলি তখন হয় যখন পানির ব্যবহার উজান অথবা ভাটিতে প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ : বর্জ্য পানি অপসারণের খরচ যখন এর ফলে অন্য পানির উৎস দূষিত হয়, যার ফলে ভাটি এলাকার পানি ব্যবহারকারীদের নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে অনেক ব্যয় বেড়ে যায় অথবা এ্যাকুয়াফার বা নদী হতে অতিমাত্রায় পানি উত্তোলন। এর ইতিবাচক উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে, যেমন, কৃষিজমিতে সেচ দেওয়ার ফলে পানির স্তর রিচার্জ হয় কিংবা তা থেকে লবণাক্ততা কমে যায়।

জনস্বাস্থ্য বাহ্যিকতা : এগুলি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যয়, পানি দূষণের কারণে অন্যের ওপর বর্তায়।

পরিবেশগত বাহ্যিকতা : এগুলি সেই ব্যয় যা পরিবেশ অবক্ষয়ের ফলে অনিবার্য হয়ে পড়ে (ইকো-সিস্টেম হেলথ্)।

(গ) **সুযোগ ব্যয় (অপর্চুনিটি কস্ট)** : অর্থনীতিতে এটা এমন ব্যয় যখন দুষ্প্রাপ্য পানি একজন ব্যবহারকারী কম খরচে ব্যবহার করছেন, অথচ তা অনেক বেশি দামে অন্য কোনো ব্যবহারকারীর কাছে বিক্রি করা যেত। এই দুটি দামের পার্থক্যই হলো সুযোগ ব্যয়। যেমন, কৃষিকাজে পানি ব্যবহারের সুযোগ ব্যয় গৃহস্থালী কাজে পানি ব্যবহারের চেয়ে অনেক বেশি (সুযোগ ব্যয়ের এই ধারণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যাই হোক, বাংলাদেশে আন্ত-সেক্টর পানি সরবরাহের বেলায় নীতি নির্ধারণে এটি একটি আলোচনার বিষয় হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যারা একই সাথে কৃষিজমিতে সেচ ও গৃহস্থালীতে খাবার পানি সরবরাহ করে থাকে)।

চাহিদা ও সেবাপ্রদানকারীর বেলায় চাহিদার প্রতি সাড়াদান (demand-responsiveness) বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। অন্যদিকে একই সময়ে স্যুয়ারেজ সেবার শুল্ক যথাসম্ভব কমিয়ে রাখতে হবে। মধ্য মেয়াদের শুরু থেকে, যখন সেবার পরিধি ও মান বাড়াবে, স্যুয়ারেজ সেবার শুল্ক ক্রমান্বয়ে সমন্বয় করা হবে। যেমনটি করা হয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের অন্যান্য উপাদানের (other components) সেবা-সুবিধার সাথে। ব্যাপক অর্থে প্রাথমিক পর্যায়ে মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্য হবে সেবা-পদ্ধতির আর্থিক উপযোগিতা[৮] প্রদর্শন (demonstrating financial viability) করা। দীর্ঘমেয়াদে সেক্টরের অর্থনৈতিক দক্ষতা (economic efficiency) অর্জনই হবে মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্য।

৪.৩ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার মূল্য নির্ধারণ ও ব্যয়-বণ্টনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার ক্ষেত্রে ব্যয়-বণ্টনের প্রশ্নে বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহুরে গ্রাহকদের মধ্যে বিস্তর বৈষম্য বিদ্যমান। গ্রামের তুলনায় বেশির ভাগ শহুরে গ্রাহকরা স্বচ্ছল, অথচ তারাই উন্নত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা উচ্চতর ভর্তুকি মূল্যে ভোগ করে থাকে। তাই কৌশলপত্রটিতে সকলের জন্য একটি সুষম ব্যয়-বণ্টন পন্থা (equitable cost sharing modalities) উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

বাংলাদেশের শহরাঞ্চল এখন অনেক ঘনবসতিপূর্ণ। গ্রামাঞ্চল থেকে বিভিন্ন কারণে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষদের শহরে অভিবাসন প্রবণতা (growing trend of migration) বেড়ে যাওয়ার ফলে এমনটা হচ্ছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশে মোট শহুরে জনসংখ্যার ৩০ ভাগেরও বেশি হচ্ছে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষ। এটা ইতোমধ্যে শহর এলাকার মৌলিক সেবাব্যবস্থা বিশেষ করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেছে। অথচ সরকারি সেবাপ্রদানকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানগুলোকে (যেমন : ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা) বেআইনি সংযোগ এবং হিসাব বহির্ভূত পানির (unaccounted for water) কারণে প্রচুর রাজস্ব ক্ষতি গুণতে হচ্ছে। সাধারণভাবে মনে করা হয়, প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা অদক্ষতাই এজন্য দায়ী। তবুও হিসাব বহির্ভূত পানির মূল্য আর্থ-সামাজিক অবস্থা বা সামর্থ্য নির্বিশেষে সাধারণ গ্রাহকদের কাছ থেকেই শুল্কের আকারে আদায় করা হচ্ছে। কৌশলপত্রটিতে এজন্য বিশেষভাবে এ দিকটিতে কঠোর পদক্ষেপ নিতে জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে করে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাগত অদক্ষতার ফলে দরিদ্র গ্রাহকের বোঝা ও ভোগান্তি আর কোনোভাবেই না বাড়ে।

উপর্যুক্ত বিষয় বিবেচনা সাপেক্ষে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার মূল্য নির্ধারণ ও ব্যয়-বণ্টনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে :

- পানি ও স্যানিটেশন প্রযুক্তিসমূহের বর্তমান বাজার মূল্য;
- সেবা ব্যবহারকারীদের দারিদ্র্যের শ্রেণিবিন্যাস ও তাদের আর্থিক সঙ্গতির পর্যায়;
- মৌলিক সেবা ব্যবহারে সকল গ্রাহকের মধ্যে ন্যায্যতা ও সমতা;
- দেশের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে অবস্থানগত এবং ভূ-প্রাকৃতিক ও পানি-ভূতাত্ত্বিক বৈষম্য, যার কারণে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সেবা পেতে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে প্রায়শ দুর্ভোগের দিকে ঠেলে দেয় (উদাহরণস্বরূপ : পানিতে আর্সেনিক দূষণ, পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, বন্যা ও লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ার ফলে খাবার পানির দুষ্প্রাপ্যতা ও খরচ বেড়ে যাওয়া);
- স্কুল (বিভিন্ন ধরনের) ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারের প্রয়োজনীয়তা;
- জাতীয় নীতিমালা ও লক্ষ্যসমূহের ধারায় সেবার পরিধি (coverage) বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা।

ঘটনা যাই হোক, সেবা প্রদানকারীদেরকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পানি সরবরাহ পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদানকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ের পদ্ধতিসমূহ পূর্ণ খরচ পুনরুদ্ধারের নীতির (full cost recovery principles) ভিত্তিতেই সরবরাহ করতে হবে। উল্লিখিত বিশেষ বিবেচনাতে, কেবলমাত্র জনগোষ্ঠীভিত্তিক পদ্ধতির (community based options) ক্ষেত্রেই ভর্তুকি গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

[৮] সরবরাহ পদ্ধতি পরিচালনা, সংরক্ষণ ও তার অবচয় খরচের পুরোটা পুনরুদ্ধার।

৪.৪ ব্যয় পুনরুদ্ধার ও ভর্তুকির কার্যকর ব্যবহার

পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত পানির মূলধনী ব্যয়ের যুক্তিসঙ্গতভাবে গ্রহণযোগ্য একটি অংশ, পরিচালনা ও সংরক্ষণ এবং অবচয় ব্যয়ের (cost of depreciation) পুরোটা বহনের দায়িত্ব গ্রাহকের। অন্যান্য পদ্ধতির (point source) মূলধনী এবং পরিচালনা ও সংরক্ষণ ব্যয়ের সম্পূর্ণ অংশও গ্রাহক বহন করবে। বিদ্যমান যে সকল গ্রাহক ব্যয় বহনে সক্ষম ও ইচ্ছুক (able and willing to pay) তাদের কাছ থেকে পূর্ণ ব্যয় পুনরুদ্ধার করতে হবে। অবশিষ্ট গ্রাহকদের জন্য লভ্য সরকারি তহবিল ব্যবহার করে মূলধনী ব্যয় ভর্তুকি হিসেবে দিতে হবে। এতে নিরাপদ খাবার পানির কভারেজ ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দ্রুতই অনেক দরিদ্র মানুষকে সেবার পরিধির মধ্যে আনা সম্ভব হবে।

ছোট ছোট গ্রামীণ পানি সরবরাহ স্কীমের জন্য খুব সহজ ব্যয় পুনরুদ্ধার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। যেমন : প্রত্যাশী জনগোষ্ঠী নির্মাণ ব্যয় এবং পরবর্তী কালে পরিচালনা ও সংরক্ষণ ব্যয় মেটানোর উদ্দেশ্যে জায়গা, শ্রম, নির্মাণ উপকরণ অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে তাদের ব্যয়ের অংশ বহন করতে পারে। নগর এলাকার স্কীমের জন্য, অধিক নিম্ন-আয়ভুক্ত এলাকাকে সেবার আওতায় আনতে পদ্ধতি সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষকে অধিক সুফল পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। এসকল ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারীদের আর্থিক ও পরিচালনাগত দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে যথাসম্ভব সহযোগিতা দিতে হবে। সেবাপ্রদানকারী সংস্থাসমূহ দরিদ্রদের জন্য টেকসই পানি সরবরাহ সেবা নিশ্চিত করতে বিনিয়োগ করবে। সেজন্য তাদের আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা (financial self-sufficiency) অর্জনে প্রয়োজনীয় সকল সংস্কার (necessary reforms) অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। লক্ষ্য হবে, গ্রাহকের নিকট থেকে সম্পূর্ণ মূলধনী এবং পরিচালন ও সংরক্ষণ ব্যয় পুনরুদ্ধার করা। কেবলমাত্র তারা ছাড়া অন্যরা স্বচ্ছভাবে পরিচালিত সরকারি ভর্তুকি (transparent public subsidy) কার্যক্রমের আওতায় থাকবে।

সেবাপ্রদানকারীরা উপযুক্ত স্যানিটেশন পদ্ধতি গ্রাহকদের কাছে সহজলভ্য (available) করবে। তারা সবার কাছে উন্নত স্যানিটেশনের সকল ব্যবহারিক সুফল (যেমন : গোপনীয়তা/privacy) তুলে ধরার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে, মানুষ যা মূল্যের বিনিময়েও পেতে চায়। জনগোষ্ঠীভিত্তিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও গণ-ব্যবহার্য কিছু পদ্ধতি ছাড়া অন্য সকল গ্রামীণ স্যানিটেশন পদ্ধতির সম্পূর্ণ খরচ গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে। সরকারি অনুদানের (যেমন : উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটের মাধ্যমে ২০% ব্লক বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপি বরাদ্দ) টাকায় সম্পূর্ণ ভর্তুকি মূল্যে পারিবারিক ব্যবহারের জন্য স্যানিটারি পায়খানা বিতরণ করা যেতে পারে। তবে, সরকারি বিধিমালা অনুসারে কেবলমাত্র হত-দরিদ্ররাই এজন্য উপযুক্ত হিসেবে গণ্য হবে। অফ-সাইট স্যানিটেশন (স্যুয়ারেজসহ) পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত সেবা উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যয়ের (estimated cost of service production and delivery) সাথে বর্জ্য পানি সংগ্রহ (wastewater collection) ও পরিশোধনের খরচও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সাধারণভাবে, স্যানিটেশন কর্মসূচির সম্ভাব্য সুফল (likely benefit of sanitation) স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা না হলে ভর্তুকি ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা উচিত হবে না। এ সুফল জনস্বাস্থ্যের ওপর দৃশ্যমান অবদান (visibly contributory to public health) রাখতে হবে। ভর্তুকি মূল্যে স্থাপনা নির্মাণের পরিবর্তে প্রচারণামূলক কার্যক্রমের জন্য স্যানিটেশন কর্মসূচিতে ভর্তুকির ব্যবহার অনুমোদন করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে একটি সীমিত আকারের ভর্তুকি বাজেট দিয়েও সুফলভোগীর সংখ্যা অনেকখানি বাড়ানো যাবে।

৪.৫ সংগৃহীত রাজস্ব পুনঃব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার ব্যয়-বণ্টনের প্রক্রিয়া নির্ধারণে সকল সেবাপ্রদানকারী (সরকারি বা বেসরকারি) সংস্থা কৌশলপত্রে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করবে। একইভাবে সংগৃহীত রাজস্ব আয় সেবার মানোন্নয়ন, কভারেজ ও ব্যবহারকারীদের আস্থা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করতে হবে। পানি সরবরাহ সেবার গুণগত মান ও কভারেজ বৃদ্ধির জন্য এটি 'সম্পূরক তহবিল/অনুদান (matching fund/grant)' হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪.৬ ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা (Subsidy Management)

৪.৬.১ অর্থায়ন প্রক্রিয়া (Financing Mechanism)

দুটি প্রধান পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া রয়েছে, যার মাধ্যমে ভর্তুকি অর্থায়ন করা যেতে পারে। পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহে সরাসরি ভর্তুকির ক্ষেত্রে সরকার বা অন্য কোনো সংস্থা (যেমন : এনজিও, দাতা সংস্থা, ইত্যাদি) সেবা প্রদানের ব্যয় ও দাবিকৃত পানির বিলের মধ্যেকার ঘাটতির পরিমাণ পূরণ করতে আর্থিক সম্পদের যোগান দেবে। এ সম্পদ সরাসরি সেবাপ্রদানকারীর কাছেই হস্তান্তরিত হবে। তা পরবর্তী সময়ে সেবার শুল্ক বা মূলধনী ব্যয় কাঠামোর (যাকে বলা হয় 'সরবরাহের ভিত্তিতে ভর্তুকি') মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছুবে। বিকল্পভাবে, এমন গ্রাহকদেরকে ভর্তুকির অর্থ সরাসরি প্রদান করা যাবে, যারা এ ধরনের বিশেষ আর্থিক সহায়তা ('চাহিদার ভিত্তিতে ভর্তুকি') পাওয়ার যোগ্য, যেমন : হত-দরিদ্র জনগোষ্ঠী।

যদি সরকারি ভর্তুকি প্রদান সম্ভব না হয়, সেখানে পারস্পরিক ভর্তুকি (cross-subsidy) অনুমোদন করা যেতে পারে। হতে পারে কিছু গ্রাহক দলের কাছে সেবা-সুবিধার জন্য প্রকৃত বিলের বেশি অর্থ দাবি করা হয়েছে। এই উদ্বৃত্ত অর্থ আরেক দল গ্রাহক শ্রেণির ঘাটতি পূরণে ব্যবহার করা যায়, যারা সেবা-সুবিধার প্রকৃত ব্যয় অপেক্ষা কম অর্থ পরিশোধ করে। তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহকদের মধ্যে থেকে এধরনের পারস্পরিক ভর্তুকির যোগান সম্ভব না হলে বিকল্পভাবে প্রকল্প ঋণ বা ক্রেডিটের মাধ্যমে তা যোগান দেওয়া যেতে পারে। এরূপ ঋণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প মেয়াদের মধ্যেই পুনঃপরিশোধযোগ্য হবে। পারস্পরিক ভর্তুকি অনুমোদনের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকদের দুটি দলের মধ্যে আয় পুনঃবণ্টন (redistribution of income) করবে। এতে উভয়েরই সেবা পাওয়ার অধিকার কার্যকরভাবে সংরক্ষিত হবে।

৪.৬.২ লক্ষিত গ্রাহক বাছাই পন্থা (Targeting Approach)

ভর্তুকি সহায়তার লক্ষ্যে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আয়-বণ্টন ও বসতবাড়ির বৈশিষ্ট্যের (যেমন : ভৌগলিক অবস্থান, বাসস্থানের ধরন, আয়ের স্তর অথবা অন্যান্য সরকারি সহায়তা কর্মসূচির জন্য গ্রাহকটির প্রাকযোগ্যতা) ভিত্তিতে অভীষ্ট বা লক্ষিত গ্রাহকদেরকে বাছাই করবে। অভীষ্ট দলের গ্রাহক চিহ্নিত বা বাছাই করার সময় দারিদ্র্য নির্দেশকের ভিত্তিতে নির্ধারিত গ্রাহক শ্রেণিবিন্যাস (বক্স ১) ব্যবহৃত হবে।

৪.৬.৩ সরকারি ভর্তুকির কার্যকর ব্যবহার (Effective Use of Public Subsidies)

সরকারি ভর্তুকি কেবলমাত্র পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধাসমূহের মূলধনী ব্যয় নির্বাহ করতেই ব্যবহার করা যাবে। তুলনামূলক কম মূল্যে পানি সরবরাহ করতে এ ধরনের ভর্তুকি ব্যবহৃত হবে। এটা করতে হবে হয় কম শুল্ক দাবি অথবা পানির উৎসটি গ্রাহকের বাড়ির সন্নিকটে স্থাপন বা অধিকতর আস্থাশীল করার মাধ্যমে।

স্যানিটেশন সেবার জন্য বিদ্যমান স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবহার ও তৎপরে উন্নত স্যানিটেশন পদ্ধতি অবলম্বনে গ্রাহকদের মানসিকতা সমুন্নত (uphold people's motivation) রাখার কাজে ভর্তুকি ব্যবহৃত হবে। যারা সেবা-সুবিধার পূর্ণ ব্যয় বহনে সমর্থ ও আগ্রহী এবং যে সকল ক্ষেত্রে গ্রাহকদেরকে ভর্তুকি প্রদানের কোন তীব্র সামাজিক চাপ (compelling social reason for subsidy) নেই, সেসব গ্রাহকদের ভর্তুকি দিতে কোনোভাবেই সরকারি অর্থ সম্পদ ব্যবহার করা যাবে না।

৪.৭ পর্যায়ক্রমিকভাবে ভর্তুকি প্রত্যাহার (Gradual Phasing Out of Subsidies)

কৌশলপত্রে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী সকল পর্যায়ের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রদত্ত সেবার পূর্ণ ব্যয় পুনরুদ্ধারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। সেবাপ্রদানকারীদেরকে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতির পূর্ণ মূলধনী ব্যয় পর্যায়ক্রমিকভাবে পুনরুদ্ধার এবং একই সাথে সেবার স্তর উন্নত ও মানসম্মত করতেই এটা করতে হবে। প্রচেষ্টাটির উদ্দেশ্য হলো পর্যায়ক্রমে ভর্তুকি প্রত্যাহার করা। অথচ গ্রাহকদের এমন একটি অংশ থাকবে যেমন : হত-দরিদ্র (hardcore poor) ও সবচে নাজুক জনগোষ্ঠী (most vulnerable people), যারা সবসময়ই ভর্তুকি পাবার অবস্থায় থাকে। এই লক্ষ্যটি অনুসরণে সংশ্লিষ্ট সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (সরকারি ও বেসরকারি) ধাপে ধাপে নিজ নিজ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।

পর্যায়ক্রমিকভাবে ভর্তুকি প্রত্যাহারের ধারণা ও মৌলিক বাস্তবায়ন পন্থাটি হবে নিচে প্রদর্শিত **চিত্র ৪.১** এর অনুরূপ।

চিত্র ৪.১: পানি ও স্যানিটেশন সেবা থেকে ক্রমান্বয়ে ভর্তুকি প্রত্যাহারের পন্থা

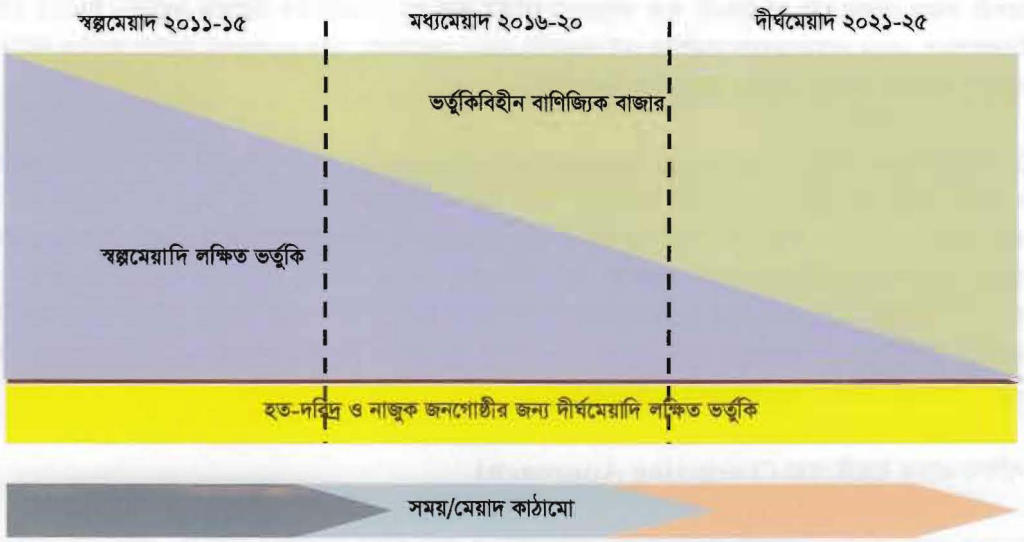

লক্ষিত ভর্তুকি (Targeted Subsidies)

সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাতে করে সময়ের ব্যাপ্তিতে (over time) ভর্তুকিবিহীন বাণিজ্যিক বাজার (unsubsidized commercial market) সম্প্রসারিত এবং স্বল্পমেয়াদি ভর্তুকি দীর্ঘমেয়াদে কমিয়ে আনার লক্ষ্যাভিমুখী হয়। সেবা গ্রাহকদের এমন একটি অংশ সবসময়ই থেকে যাবে যারা কখনই প্রকৃতমূল্যে সেবা নিতে পারবে না। সুতরাং, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মপরিকল্পনাকে একটি মিশ্র কৌশলের ওপর নির্ভর করতে হবে (actions shall rely on a mix of strategies), যাতে করে তহবিলের দক্ষ ব্যবহার ও সকলের জন্যই সেবা নিশ্চিত করা যায়।

অধিকতর দক্ষ ও পরিপক্ক বাজার ব্যবস্থায় উত্তরণ নিশ্চিত করতে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিম্নোক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে :

- নিজেদের সহায়তামূলক (supportive or enabling) নীতিমালা প্রণয়ন (যেমন : এমন একটি শুল্ক কাঠামো যা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবায় ভর্তুকি ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করবে না);
- কার্যকর গ্রাহক পৃথকীকরণ কৌশল (segmentation strategies) প্রণয়ন (যা ঐ সমস্ত গ্রাহককে কখনই ভর্তুকিতে সেবা প্রদান করবে না, যারা তা কিনতে পারে-অর্থাৎ এটি একটি বাণিজ্যিক/প্রতিযোগিতামূলক বাজারে রূপান্তিত হবে);
- সাংগঠনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল নির্ধারণ, যা উন্নত ও সম্প্রসারিত সেবার চাহিদা (demand for expanded and improved services) সৃষ্টি করবে। ফলশ্রুতিতে তা প্রতিযোগিতা ও সেবা-সুবিধার সম্প্রসারণকে (expansion of distribution) উৎসাহিত করবে; এবং
- গৃহীত কার্যক্রমের প্রভাব (ভর্তুকি ও ভর্তুকিবিহীন উভয় ধরনের গ্রাহকের ওপর) পরিবীক্ষণ করা, যাতে করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর (population at risk) সেবা নিশ্চিত করা যায় এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার আরো শক্তিশালী হয়।

বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার বাজারে বেসরকারি খাতের প্রাধান্য (private sector dominance) রয়েছে। তাই সেবাপ্রদানকারী (বিশেষ করে সবকাবি) প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেক্টরের এই সুবিধাকে কাজে লাগাতে হবে। নিজেদের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণকালে সেবাপ্রদানকারীরা বর্ধিত ব্যয় পুনরুদ্ধার ছাড়াও সেক্টর সেবার অভিপ্রেত মানোন্নয়ন (intended service

standardization) এসডিপিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার সাথে পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করবে। নিচে এধরনের একটি নির্দেশক পন্থা বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য প্রণীত SDP থেকে উদ্ধৃত করা হলো (**চিত্র ৪.২**):

চিত্র ৪.২ পানি ও স্যানিটেশন সেবার পর্যায়ক্রমিক মানোন্নয়ন ও বর্ধিত ব্যয় পুনরুদ্ধার

সময় কাঠামো	সেবার স্তর (Service Levels)	ব্যয় পুনরুদ্ধার (Cost Recovery)
২০২১-২০২৫	গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ : < ২৫ জন/পয়েন্ট সোর্স নগর পানি সরবরাহ কভারেজ : >৯০% >১০০লি/জনপ্রতি পানির মান : আর্সেনিক <০.০১মিগ্রা/লি, ব্যাকটেরিয়া ০/১০০ মিগ্রা; পরিচালনা দক্ষতা : উচ্চ	• আংশিক (২০%) মূলধনী ব্যয়সহ নগর পানি ও স্যানিটেশন সেবার (স্যুয়ারেজ ছাড়া) পূর্ণ আর্থিক ব্যয়; • অতিরিক্ত করারোপসহ গ্রামীণ পানি ও স্যানিটেশন সেবার সম্পূর্ণ আর্থিক ব্যয়; • সবচেয়ে নাজুক গ্রাহক ব্যতিরেকে কারো জন্য ভর্তুকি নয়; • নগর সেবার মূলধনী ব্যয়ের পর্যায়ক্রমিক পুনরুদ্ধার শুরু/প্রবর্তন
২০১৬-২০২০	গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ : ২৫-৩০ জন/পয়েন্ট সোর্স নগর পানি সরবরাহ কভারেজ : ৬০-৯০% ১০০ লি/জনপ্রতি পানির মানঃ আর্সেনিক ০.০৫-০.০১মিগ্রা/লি, ব্যাকটেরিয়া ০/১০০ মিগ্রা; পরিচালনা দক্ষতা : মাঝারি মানের	• নগর পানি ও স্যানিটেশন সেবার (স্যুয়ারেজ ছাড়া) পূর্ণ পরিচালনা ও সংরক্ষণ ব্যয়, অবচয় ও প্রশাসনিক ব্যয় পুনরুদ্ধার; • গ্রামীণ পানি ও স্যানিটেশন সেবার অধিকাংশ মূলধনী ব্যয় (দরিদ্র ও দুর্গম এলাকার গ্রাহক ব্যতিরেকে); • স্বল্পমেয়াদে প্রদত্ত ভর্তুকির প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে আনা;
২০১১-২০১৫	গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ : ৫০ জন/পয়েন্ট সোর্স নগর পানি সরবরাহ কভারেজ : ৬০% <৭০ লি/জনপ্রতি পানির মান : আর্সেনিক <০.০৫মিগ্রা/লি, ব্যাকটেরিয়া ০/১০০ মিগ্রা; পরিচালনা দক্ষতা : দুর্বল (কিন্তু গ্রহণযোগ্য)	• নগর পানি ও স্যানিটেশন সেবার (স্যুয়ারেজ ছাড়া) পূর্ণ পরিচালনা ও সংরক্ষণ এবং অবচয় ব্যয় পুনরুদ্ধার; • গ্রামীণ পানি ও স্যানিটেশন সেবার আংশিক মূলধনী ব্যয় পুনরুদ্ধার; • দরিদ্র ও দুর্গম এলাকার গ্রাহকদের জন্য লক্ষিত ভর্তুকি।

প্রতিটি সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ভর্তুকি প্রত্যাহার কৌশলপত্র (phasing out strategy) প্রণয়নের সময় ভর্তুকি কমিয়ে আনার সাথে সাথে সুনির্দিষ্টভাবে সেবার মানোন্নয়নের (increases in service levels) দিকে নজর দেবে। ভর্তুকি কমানো ও সেবার মানোন্নয়নের মাত্রা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহকদের মধ্যে আলোচনা ও উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্ধারণ করতে হবে। কৌশলপত্র প্রণয়নের সামগ্রিক অনুশীলনটি সংশ্লিষ্ট সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তাদের অবস্থা বিবেচনা করেই করবে। কাজটি তারা বাইরের অন্য সংস্থার সহায়তা নিয়েও করতে পারবে।

৪.৮ বিদ্যমান দারিদ্র্য ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈষম্য (Geo-physical disparities) দূরীকরণ

সরকারি নীতির ফল হিসেবে বাংলাদেশে মানবিক উন্নয়ন (human development) লক্ষ্যমাত্রা আয় প্রবৃদ্ধির (income growth) চেয়ে দ্রুত অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বিষয়টি তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নের গতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিপূরণীয় হয়েছে। জাতীয়ভাবে মাথাপিছু দারিদ্র্যের সূচক (national head count index of poverty) ২০০৫[৯] সনের মধ্যে ৫৬.৬ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০০৯ সনের হিসাবে দারিদ্র্যের স্তর ৩১.১ শতাংশ থেকে ৩২.৫ শতাংশের মধ্যে দেখা যায়। পারিবারিক আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও, সামগ্রিকভাবে আয়-বণ্টনে (income distribution) বৈষম্য ব্যাপক পর্যায়েই রয়ে গেছে। ২০০৫ সনের হিসাব অনুযায়ী, নিচের স্তরের ৪০ শতাংশ যারা সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে দরিদ্রদের অনুপাতের কাছাকাছি তারা মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ১৪.৪ শতাংশ ভোগ করে। আর ওপর দিকের মাত্র ৫ শতাংশ মানুষের দখলে আছে মোট আয়ের প্রায় ২৭ শতাংশ।

[৯] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো: আয় ও ব্যয় বিষয়ে খানা জরিপ ২০০৫। ২০০৫-এর পর এমন জরিপ এখনও পর্যন্ত আর করা হয়নি।

এছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে দেশের হত-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই নারী। অঞ্চলভেদেও দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে বৈষম্য বিদ্যমান। ২০০৫ সনে তিনটি উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় বিভাগ রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালে দারিদ্র্যের প্রবণতা ছিল যথাক্রমে ৫১.২ শতাংশ, ৫২ শতাংশ ও ৪৫ শতাংশ। একই সময়ে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগ চট্টগ্রাম, ঢাকা ও সিলেটে দারিদ্র্যের প্রবণতা ছিল যথাক্রমে ৩৪ শতাংশ, ৩২ শতাংশ ও ৩৩.৮ শতাংশ[১০]।

দেশের দারিদ্র্য-প্রবণ এলাকাগুলোতে জনগণের আর্থিক সঙ্গতি খুবই কম। অথচ মৌলিক পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার অভাবে তারাই আবার বেশি রোগ-ভোগের শিকার হয়। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে গ্রাহকদেরকে দারিদ্র্য নির্দেশকের (poverty criteria) ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে। বাংলাদেশে ভূ-প্রাকৃতিক বৈষম্য ও পানি-ভূতাত্ত্বিক তারতম্যও (hydro-geological differences) বিদ্যমান। ঐ সকল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা গ্রাহকদেরকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে :

ক) চরম দারিদ্র্য-প্রবণ (যেমন : উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় চরাঞ্চল) এলাকাসমূহ;
খ) দুর্গম এলাকা ও জনগোষ্ঠী[১১] (যেমন : চর, হাওর-বাওর, দূরবর্তী দ্বীপ, বিপন্ন/রেড লাইট এলাকা);
গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম (দুর্গম এলাকা হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত) এলাকা;
ঘ) আর্সেনিক দূষণযুক্ত এলাকা;
ঙ) পানি দুষ্প্রাপ্য (কৌশলগত সংকটাপন্ন) এলাকা, যেমন : বাগেরহাট, সাতক্ষীরা উপকূলীয় অঞ্চল ইত্যাদি;
চ) পানির নিম্নস্তর এলাকা, যেমন : বৃহত্তর রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা;
ছ) শহুরে বস্তিবাসী (নিম্নআয়ের) ও ভাসমান জনগোষ্ঠী।

বাস্তব অবস্থা বিবেচনায়, উল্লিখিত এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে পানি ও স্যানিটেশন সেবা-প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে দরিদ্র হিসেবে গণ্য করতে হবে। সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ঐ সকল অঞ্চলের দরিদ্র গ্রাহকদের সঙ্গতিপূর্ণ মূল্যে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন-এর মৌলিক ন্যূনতম সেবা স্তর (BMSL) নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেবে। সেবার মূল্য নির্ধারণ নীতিমালায় পদ্ধতি পরিচালনা ও ভবিষ্যত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যয় পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া ও পারস্পরিক ভর্তুকি[১২] বিষয়ে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রচলিত ব্যয়-বণ্টন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি দারিদ্র্য-বিমোচনের প্রতি জনগোষ্ঠীর ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংকল্প (political commitment) বাড়াতে কাজটি পুরো স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

৪.৯ দরিদ্রদের জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী (safety-net) প্রতিষ্ঠা

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রবর্তনের মৌলিক উদ্দেশ্য (basic concept) হলো এটা নিশ্চিত করা, যাতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার ব্যয়-ভাগ বহন করতে গিয়ে দরিদ্র গ্রাহকরা আরো বিপন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত না হয়। কাজেই কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ে দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্র ২০০৫ এ বিধৃত নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিধান প্রযোজ্য হবে। এর উল্লেখযোগ্য অংশ হলো :

- উপকারভোগীর অংশ হিসেবে লক্ষিত বা অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর (হতদরিদ্র) মূলধনী ব্যয় বহনের পরিমাণ অ-হত দরিদ্র (non hardcore poor) বা স্বচ্ছল গ্রাহকের জন্য নির্ধারিত পরিমাণের অর্ধেক বা ৫০ শতাংশের বেশি হবে না।

- স্কীম চক্র বা প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে হত-দরিদ্রদের কাছ থেকে মূলধনী ব্যয়ের অংশ কিস্তিতে আদায় করা যাবে (যদি প্রকল্পের মধ্য বা শেষভাবে গ্রাহকদেরকে সেবা প্রদান শুরু হয় তবে প্রকল্প মেয়াদের সমান পুরোটা সময় কিস্তি পরিশোধের

[১০] এ স্ট্র্যাটেজি ফর পোভার্টি রিডাকশন ইন ল্যাগিং রিজিওনস্ অব বাংলাদেশ, জিইডি-পরিকল্পনা কমিশন, মার্চ ২০০৮।

[১১] চরাঞ্চল, হাওর-বিল এলাকা, বিপন্ন উপকূলীয় ও দ্বীপাঞ্চল, পার্বত্য এলাকা, বরেন্দ্র এলাকা, চা-বাগানসমূহ, লবণাক্ত (সুন্দরবন এলাকাসহ) এলাকা এবং বিচ্ছিন্ন এলাকাসমূহ যেমন : ছিটমহল ও সেখানে বসবাসরত জনগোষ্ঠী যথা, মোহাজের, বেদে, শহর এলাকার বস্তিতে বসবাসরত নিম্ন আয়ের ও ভাসমান জনগোষ্ঠী ইত্যাদিকে দুর্গম এলাকা ও জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (ম্যাপিং অব হার্ড টু রিচ এরিয়াস অব বাংলাদেশ অন ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন সার্ভিসেস ২০০৯, বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ঢাকা আহসানিয়া মিশন)।

[১২] 'পারস্পরিক ভর্তুকি' একটি মূল্য নির্ধারণ কৌশল, যার মাধ্যমে কিছু গ্রাহক কম মূল্যে বা শুল্কে সেবা পান (সাবসিডাইজড্ বা ভর্তুকিভোগী) এবং অন্যদেরকে নির্ধারিত মূল্যের বেশি দিতে হয় (ভর্তুকি প্রদানকারী)। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে দরিদ্র গ্রাহকদেরকে বিনামূল্যে অথবা কম মূল্যে মৌলিক সেবা প্রদানে পারস্পরিক ভর্তুকি পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

জন্য প্রদান করতে হবে)। এটা করা হবে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর ওপর থেকে আর্থিক চাপ কমাতে। প্রকল্প মেয়াদের পরের সময়ের জন্য কিস্তি পরিশোধের সুযোগ দিলে সেবা প্রদানকারী বা প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে প্রকল্পের অনুপস্থিতিতেও গ্রাহকদের বকেয়া পাওনা আদায়ের দায়িত্ব কেউ নিতে পারে (উদাহরণ হিসেবে, প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশনকে বকেয়া আদায়ের দায়িত্ব হস্তান্তর করা যেতে পারে)।

- একটি গুচ্ছে (in a cluster) ব্যবহারকারী দল (user group) পদ্ধতিটির পরিচালনা ও সংরক্ষণ (O&M) ব্যয়ের শতকরা ১০০ ভাগ বহন করবে। কিন্তু হত-দরিদ্র পরিবার অ-দরিদ্র (non-poor) বা স্বচ্ছল পরিবারের জন্য নির্ধারিত পরিচালনা ও সংরক্ষণ ব্যয়ের অর্ধেক বা শতকরা ৫০ ভাগ প্রদান করার সুযোগ পাবে। তবে শর্ত হলো যে, সেক্ষেত্রে দলের অন্য গ্রাহকরা পারস্পরিক ভর্তুকি প্রদানে সম্মত থাকবে। হত-দরিদ্র গ্রাহকদেরকে নগদ অর্থ ছাড়াও অন্য পদ্ধতিতে যেমন : শ্রম (সংশ্লিষ্ট এলাকার মজুরি হারের ভিত্তিতে শ্রমকে হিসাব করা হবে) দিয়ে সহায়ক চাঁদা (cost contribution) পরিশোধের সুযোগ দেওয়া হবে।

নগরভিত্তিক সেবার ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে এনজিও অথবা অন্য কোন বেসরকারি খাতের সংস্থা মূল সেবা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি (bulk water) পূর্ণমূল্যে কিনে পরে তা অতি-দরিদ্র গ্রাহক পর্যায়ে ভর্তুকিমূল্যে বিক্রি করবে।

সাধারণভাবে কৌশলগত সমস্যাযুক্ত (technically difficult), আর্সেনিক দূষিত, পানির নিম্নস্তর (low water table) ও দুর্গম এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীসমূহ (hard-to-reach areas and population) প্রযুক্তি পদ্ধতির মূলধনী ব্যয়ের ওপর একটি বিশেষ ছাড় (special rebate on capital costs) পাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হবে। একই অবস্থায় সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে হত-দরিদ্র ও দরিদ্র গ্রাহকদেরকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ হস্তান্তর (a range of cash transfers) করা যেতে পারে। বিশেষ ক্ষেত্রে তাদেরকে ব্যয় বহন থেকে অব্যাহতিও (waived from charges) দেওয়া যেতে পারে। এসকল ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সহায়ক চাঁদার অংশ তাদের আর্থিক সঙ্গতি এবং ভূ-প্রাকৃতিক এলাকার জন্য উপযোগী ও লাগসই প্রযুক্তির ধরন (suitable technology options) এবং সেগুলোর মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। সর্বোপরি, এসকল এলাকার জন্য সুপারিশকৃত বিকল্প প্রযুক্তির জন্য নির্ধারিত মূল্যেও গ্রাহকের সহায়ক চাঁদার হার নমনীয় (যেমন অগভীর নলকূপের জন্য দরিদ্র গ্রাহকদের ব্যয় অনুদান ২০% ধরা হলেও তা গভীর নলকূপের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে কমিয়ে এমনকি ১% পর্যন্ত নির্ধারণ করা যেতে পারে, যাতে মূল্যটি গ্রাহকদের আর্থিক অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়) রাখা হবে।

ব্যবহারকারী দল (group users) বা জনগোষ্ঠীর তরফ থেকে লভ্য হ'লে সকল ধরনের দলীয় গ্রাহকদের জন্যই পারস্পরিক ভর্তুকির সুযোগ দেওয়া হবে। এমন কি সুযোগটি পদ্ধতিটির পরিচালনা ও সংরক্ষণ ব্যয়ের জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে। পাশাপাশি জরুরি অবস্থায় শহর এলাকার সকল দরিদ্র, হত-দরিদ্র ও ভাসমান জনগোষ্ঠীর (floating population) জন্য বিশেষ সেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এসকল ক্ষেত্রে গ্রাহকেরা বিনামূল্যে মৌলিক পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে।

নিরাপত্তা বেষ্টনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হবে সর্বাধিক বিপন্ন জনসাধারণকে যেকোনো পরিস্থিতিতে সুরক্ষা প্রদানের নীতিকে (principles of safeguarding most vulnerable) সমুন্নত রাখা। ব্যয়-বণ্টনের নীতি, যাই নির্ধারণ করা হোক না কেন, মানুষের পানি ও স্যানিটেশন সেবা-প্রাপ্তির মৌলিক মানবাধিকারের সাথে তা কোনভাবেই সাংঘর্ষিক (contradictory) হবে না।

৪.১০ প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি

পর্যায়ক্রমিকভাবে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার বর্ধিত ব্যয় পুনরুদ্ধার (increased cost recovery) পদ্ধতি প্রবর্তন করার জন্য বর্ধিত প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যের প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যের বিষয়টি একইসাথে সাংগঠনিক (organizational) ও মানব সম্পদের উন্নয়নের (human resource development) সাথে সম্পর্কিত। প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ব্যয়-বণ্টনের প্রক্রিয়া পুনর্বিন্যাসকরণ (restructuring of cost sharing modalities), সেবা পরিকল্পনা ও মানোন্নয়ন (standardization), রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি ও ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা কার্যকরভাবে চলমান রাখার পূর্বশর্ত হলো একটি উন্নত সাংগঠনিক ও কর্মী দক্ষতার মিশ্রণে

গঠিত সামর্থ্য অর্জন। সে কারণেই সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে, বিশেষ করে সরকারি সংস্থাসমূহকে তাদের কর্মী উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

৪.১১ গ্রাহক চিহ্নিতকরণ

গ্রামীণ প্রেক্ষিত : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যেমন : ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ গ্রাহক চিহ্নিত করার দায়িত্ব পালন করবে। এনজিওসহ অন্যান্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে গ্রাহকদের শ্রেণিবিন্যাসকৃত তালিকা ব্যবহার করবে। আর তা না থাকলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিয়ে গ্রাহক শ্রেণিবিন্যাস করবে।

নগর প্রেক্ষিত : গ্রাহকশ্রেণি চিহ্নিতকরণের দায়িত্ব পালন করবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, যেমন: পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহ। এছাড়াও যেখানে ওয়াসা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও অন্য কোনো সরকারি বা আধা-সরকারি সংস্থা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, সেখানে তারা নিজেদের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে গ্রাহকশ্রেণি চিহ্নিত করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রেক্ষিত : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো (যেমন : ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার শহরাঞ্চলে আঞ্চলিক ও জেলাপরিষদের সাথে এবং গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় কারবারি ও হেডম্যানদের (পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনিক পদ্ধতি) সাথে যৌথভাবে গ্রাহক চিহ্নিতকরণে সক্রিয় দায়িত্ব পালন করবে।

৪.১২ বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ (Private Sector Participation)

ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে বেসরকারি খাতের সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। তাই সরকারি নীতিমালায় বেসরকারি খাতের বর্ধিত অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা বাঞ্ছনীয়। ভর্তুকিবিহীন একটি বাণিজ্যিক বাজার সম্প্রসারণকে এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সেবার মানোন্নয়ন ও ব্যয় পুনরুদ্ধারের দিক থেকে একটি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার জন্যই এটা প্রয়োজন। বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের এই সুযোগটি একটি বিকল্প হিসেবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের বাস্তবায়ন দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যাভিমুখী হবে :

- অবকাঠামোগত বিনিয়োগ বা অর্থায়ন (infrastructure financing);
- টেকসই সেবার জন্য ব্যয় পুনরুদ্ধার (cost recovery for sustainable services);
- সঙ্গতিপূর্ণ আয়ে সেবার প্রাপ্যতা ও ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ (affordable access and fair pricing); ও
- সেবার ব্যবহারে সেবা প্রদানকারী ও গ্রাহকদের পারস্পরিক অর্থায়ন (cross-financing of services)।

ওয়াসার (WASA) মতো সরকারি সংস্থাসমূহ প্রাথমিকভাবে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে। এসডিপি ২০১০-এ সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারত্ব (PPP) বিষয়ে একটি বিস্তারিত কর্মকাঠামো (framework) প্রস্তাব করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো তা অনুসরণ করবে। কর্মকাঠামোটি পর্যায়ক্রমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য প্রস্তাবিত রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে আনতে হবে।

৪.১৩ ব্যয়-বণ্টন লক্ষ্যের সম্ভাব্য প্রভাবকসমূহ (Factors Affecting Cost Sharing Goals)

ব্যয়-বণ্টনের বিষয়টি থেকে প্রতীয়মান হয় "***মূল্য দাবির ইচ্ছা (willingness to charge)***" সমভাবে "মূল্য পরিশোধের ইচ্ছার ***(willingness to pay)***" মতোই গুরুত্বপূর্ণ। হঠাৎ করেই গ্রাহকদের অল্প পরিমাণ ব্যয়-বণ্টনের হার বাড়িয়ে অনেক বেশি (১০০% এরও বেশি বৃদ্ধি) করার প্রস্তাব নীতি নির্ধারকদের কাছে গ্রহণযোগ্য বা যুক্তিযুক্ত হবে না। এমনকি যখন গ্রাহকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উন্নত সেবার জন্য কার্যকর চাহিদা (ব্যয় করার সামর্থ্য ও ইচ্ছা) ব্যক্ত করে, তখনও সেবার মূল্য ও তৎপ্রেক্ষিতে সেবার মান

বৃদ্ধির প্রস্তাবে নীতি নির্ধারকদেরকে রাজি করানো খুবই কঠিন। এ অবস্থা নিরসনে বা সমাধানে নীতিনির্ধারকদের মনোভাব ও প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের অধিকাংশ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ***বিল করা ও আদায় দক্ষতা*** (***billing and collection efficiency***) অত্যন্ত কম। অধিকন্তু, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্পসমূহের কার্যকর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য তাদের ***পর্যাপ্ত কর্মী পদায়ন ও হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার*** (***adequate staffing and accounting***) অভাব রয়েছে। এরকম ব্যবস্থাপনা দুর্বলতা ও অদক্ষতার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবা প্রদান পদ্ধতির আর্থিক উপযোগিতা আরো দুর্বল হয়ে পড়ছে। ব্যয় ভাগাভাগির পদ্ধতির সফল পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত কর্মী পদায়ন, সুদক্ষ হিসাবরক্ষণ এবং বর্ধিত বিলিং ও আদায় দক্ষতা যেকোনো সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাথমিক শর্ত।

অন্যদিকে সেবার মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাবে গ্রাহকদের মধ্যে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার স্বাস্থ্যগত ও অর্থনৈতিক সুফল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ জরুরি। এগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা লাভ না করা পর্যন্ত বর্ধিত মূল্যে উন্নত সেবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। সে কারণেই সেবাপ্রদানকারীদেরকে উন্নত সেবার চাহিদা বাড়ানোর কৌশল হিসেবে ***গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির*** (***awareness raising***) অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে হবে। সাথে সাথে গ্রাহকদের প্রতি সেবাপ্রদানকারীদের ***চাহিদা-সংবেদনশীলতাও*** (***demand responsiveness***) বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য অনেকগুলো নীতিমালা ও কৌশলপত্র রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর কোনোটিই তেমন কার্যকরভাবে সেক্টরের সহযোগীদের মধ্যে প্রচারিত হয় না। বাস্তব ক্ষেত্রে এটা প্রায়শই নীতিমালা বা কৌশলপত্রসমূহের জন্য সামান্যই ফলদায়ক হয় বা কোন ফলই বয়ে আনে না। পানি ও স্যানিটেশন সেবার ব্যয়-বণ্টনের ক্ষেত্রে বিষয়টির সংশ্লিষ্টতা অনেক বেশি। অধিকাংশ ***সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ও সমভাবে গ্রাহকদেরকে সময়মতো ও যথাযথভাবে প্রণীত নীতিমালা ও কৌশলপত্র সম্পর্কে অবহিত করতে হবে***। না হ'লে সকল প্রচেষ্টাই বিফল হবে।

৪.১৪ সেক্টরকে ভবিষ্যত হুমকিসমূহের উপযোগীকরণ (Adaptation to Future Challenges)

কারিগরি (Technical) : ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমাগত নিচে নেমে যাওয়ার প্রবণতার কারণে আমরা নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে বাধ্য হচ্ছি। সেগুলোর অধিকাংশই অত্যন্ত উন্নতমানের ও ব্যয়বহুল। অদূর ভবিষ্যতে আমাদেরকে খাবার পানির উৎসের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার থেকে সরে এসে ভূ-উপরিস্থ পানির উৎসের দিকে নজর দিতে হবে। এমন একটি পরিস্থিতিতে আমরা ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস সামান্যই রক্ষা করতে পারছি। অশোধিত পানিকে পরিশোধন করে নিরাপদ খাবার পানি হিসেবে উৎপাদন ও সরবরাহ করার ব্যয় প্রচুর। এর ফলে সচরাচর গ্রাহকের ব্যয়ভাগের ওপরও চাপ বাড়ে। এরকম আরো অনেক কারিগরি সমস্যা আছে যেগুলো আমাদের মোকাবিলা করতে হবে, যেমন : পানিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, আর্সেনিক দূষণ, ইত্যাদি।

সামাজিক (Social) : নগর বিশেষ করে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীতে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ইতোমধ্যেই নগর সেবাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার চাপের কারণ হিসেবে বিবেচিত। এরকম অবস্থায় সেবার কভারেজ বৃদ্ধি খুবই জটিল। আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো–সেবাব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য ক্রমবর্ধমান সরকারি সম্পদ বরাদ্দের দাবিও বেড়ে চলেছে।

পরিবেশগত (Environmental) : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এখন সরকারের অগ্রাধিকার বিষয়। বাংলাদেশ ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানগত কারণেই প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এরকম পরিস্থিতিতে টেকসই সেবাব্যবস্থার স্বার্থে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো জলবায়ু সহনশীল হওয়া প্রয়োজন। যখন দেশের সাধারণ মানুষের সেবা-প্রাপ্তির আর্থিক সঙ্গতিই প্রশ্নসাপেক্ষ, অথচ তখনই উন্নত (জলবায়ু সহনশীল) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো তৈরির জন্য অতিরিক্ত তহবিলের প্রয়োজন।

৪.১৫ সার্বিক শুল্ক প্রশাসন (Overall Traiff Administration)

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ গণসেবাব্যবস্থা (public services) পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশোধিত এসডিপিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য একটি রেগুলেটরি কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এ সেবাব্যবস্থা সরকারি বা বেসরকারি পরিচালনায় বা মালিকানায় যে অর্থেই হোক না কেন। রেগুলেশনের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হলো :

- সেবাপ্রদানকারী ও গ্রাহকদের মধ্যে ন্যায্যতা ও সমতা এবং গ্রহণযোগ্য সেবার মান নিশ্চিত করা;
- প্রদত্ত সেবার গ্রহণযোগ্য মান অর্জনের স্বার্থে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট রাজস্ব যোগান দিতে পারে এমন একটি শুল্ক কাঠামো (tariff structure) প্রতিষ্ঠা করা;
- সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যাশিত সেবার মান বজায় রাখছেন কি না, না পারলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাদের কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ করা;
- গ্রাহকদের দায়-দায়িত্ব পর্যবেক্ষণ, যেমন : বিল পরিশোধ, সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতা, ইত্যাদি;
- পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার রোধ করা; এবং
- বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

এসডিপির সুপারিশে আরো বলা হয়েছে, রেগুলেটরি কমিশন প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় সরকার বিভাগের বর্তমান কাঠামোর অধীনেই (within the framework of Local Government Division) একটি "পানি ও স্যানিটেশন সেল" গঠন করা যেতে পারে। যেভাবে আশা করা হয়েছে, পানি ও স্যানিটেশন সেলটি পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ রেগুলেটরি কমিশনে রূপান্তরিত হবে। এটা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের সার্বিক শুল্ক প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৪.১৬ ঝুঁকি ও পূর্বানুমানসমূহ (Risks and Assumptions)

স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যয়-বণ্টন ও ব্যয় পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত (adversely affected) বা রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে এমন বিষয়গুলোকে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখবে। বিষয়গুলো হতে পারে :

- টেকসই পর্যায়ে প্রয়োজনীয় শুল্ক সমন্বয়ের অনুমতি দিতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারকদের অনীহা (lack of willingness) এবং শুল্ক বৃদ্ধিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর (রাজনৈতিক নেতৃত্ব পর্যায়) আগ্রহের অভাব;
- বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যয়-বণ্টন সংক্রান্ত নীতিমালা ও বিধিবিধান বাস্তবায়নে সেবাপ্রদানকারীদের গড়িমসি (reluctance of service providers), যা মূলত নেতৃবৃন্দের ভোটব্যাংক অক্ষুণ্ন রাখতে বিনামূল্যে সেবা প্রদানের সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত;
- প্রায়শ সংঘটিত প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্যোগ, বিশেষ করে বন্যা ও অগ্নিকাণ্ড। এগুলো দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকাকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করতে পারে। ধ্বংস করে দিতে পারে বাড়িঘর, জমিজমা, ফসলাদি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চতর অভিবাসন প্রবণতা। নদী ভাঙ্গন, বস্তি উচ্ছেদ ও গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের অভাবের ফলে কর্মসংস্থান, খাদ্য, আশ্রয়ের খোঁজে প্রায়ই তাদেরকে তা করতে হয়;
- নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃপক্ষের (Regulatory Authority) অনুপস্থিতি। গ্রাম ও শহরের বিস্তৃত এলাকায় সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শুল্ক কাঠামো নির্ধারণ (tariff structuring) ও বাস্তবায়নে এবং সেবাপ্রদানকারীদের কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণে এ ধরনের কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি অত্যাবশ্যকীয়। এর মাধ্যমেই শুল্ক নির্ধারণে ও বাস্তবায়নে সেবাপ্রদানকারী ও গ্রাহকদের মধ্যে প্রত্যাশিত ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচার (desired fairness and equitable services) নিশ্চিত করা সম্ভব।

৪.১৭ বাস্তবায়ন পথ নির্দেশনা (Implementation Road Map)

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের ব্যয়-বণ্টন কৌশলপত্রটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি পথ নির্দেশনা (রোড ম্যাপ) নিম্নোক্ত **টেবিল ৪.১** এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে প্রধান প্রধান সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের (যেমন : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল

অধিদপ্তর, ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও ও বেসরকারি খাতের সংগঠন) জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি আনুমানিক সময়সীমাসহ সংযুক্ত করা হয়েছে। পথ নির্দেশনাটিতে সরকারি মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলোর সহযোগী দায়-দায়িত্বকেও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সাথে সাথে ব্যয়-বণ্টন কৌশলপত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিটি সম্ভাব্য অর্জনের মাইলফলকও চিহ্নিত করা হয়েছে।

টেবিল ৪.১ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যয়-বণ্টন কৌশলপত্র বাস্তবায়নের পথ নির্দেশনা (রোড ম্যাপ)

মূল উদ্যোগসমূহ	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	সুপারিশকৃত কার্যাবলি	স্বল্পমেয়াদে (২০১১-১৫) অর্জনযোগ্য মাইলফলকসমূহ
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার সাথে প্রস্তাবিত ব্যয়-বণ্টন কৌশলপত্রের সামঞ্জস্য বা সমন্বয় বিধান - পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার স্তর, গুণগত মান ও উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ - প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গ্রাহক শ্রেণি যাচাই ও পুনঃসংজ্ঞায়িতকরণ - পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ ও শুল্ক কাঠামো পুনর্গঠন - ভাসমান জনগোষ্ঠীর জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন - জরুরি অবস্থায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ - প্রাতিষ্ঠানিক ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র ও ২০২৫ সনের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ভর্তুকি প্রত্যাহারের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন - বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রাতিষ্ঠানিক নীতি নির্ধারণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি)	ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট চাহিদার ভিত্তিতে সরকারি আদেশ বা নোটিফিকেশন।	প্রধান প্রধান সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যয়-বণ্টন কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে।
	পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ), এলজিডি	পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা ও সম্পদ সমাবেশকরণের জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদান; প্রধান প্রধান সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা যোগান দেওয়া।	ব্যয়-বণ্টন কৌশলের উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্য কাজ করতে একটি ইতিবাচক/উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ তৈরি হয়েছে; সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কৌশলপত্রগুলো পর্যালোচিত, সংশোধিত ও বাস্তবায়নাধীন আছে।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)	ব্যয় পুনরুদ্ধারের কৌশল অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে উন্নত সেবাদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব অব্যাহত রাখা; স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য বৃদ্ধি, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়।	লক্ষ্য অনুসারে পানি ও স্যানিটেশন সেবার পরিধি /কভারেজ ও মান উন্নত হয়েছে; কৌশলপত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।
	ওয়াসাসমূহ	প্রয়োজন অনুসারে ওয়াসা আইন ১৯৯৬ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ; ওয়াসাগুলোর প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি পদ্ধতির সংস্কার সাধন।	নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধিত হয়েছে এবং প্রকাশিত ব্যয়-বণ্টন কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত সংস্কারকে কাজে লাগানো হয়েছে।
	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ (এলজিআই)	ব্যয়-বণ্টন কৌশলপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী ভূমিকা পালন।	স্ব-উদ্যোগ ও এর ফলাফল দৃশ্যমান।
	এনজিও ও ব্যক্তিখাতের সংস্থাসমূহ	ব্যয়-বণ্টন কৌশলপত্র বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ এবং এর সাথে নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালার সমন্বয় সাধন।	বেসরকারি খাতের সংগঠন ও এনজিওরা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সহযোগিতামূলক।

পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
ডিপিএইচই ভবন, ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী, কাকরাইল, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: +৮৮০ ২ ৯৩৪৬১৬৭-৮, ফ্যাক্স + ৮৮০ ২ ৯৩৪৪৭৯১, ই-মেইল: info@psu-wss.org ওয়েব: www.psu-wss.org

অনুচ্ছেদ ৫

ব্যয়-বণ্টন নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহ

৫.১ ব্যয়-বণ্টনের বিভিন্ন ধরন (Forms of Cost Sharing)

বিভিন্ন পর্যায়ে ও অবস্থানে সেবা প্রদানকারী ও গ্রাহকদের মধ্যে ব্যয়-বণ্টনের ধরন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে কৌশলপত্রটিতে বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও) কর্তৃক ব্যবহৃত বংলাদেশে বিদ্যমান ব্যয়-বহনের পদ্ধতিগুলিই (present cost sharing practices) অনুসরণ করা হয়েছে। সেগুলো নিচের টেবিলে উপস্থাপন করা হলো :

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার উপাদানসমূহ	ব্যয়-বহনের ধরন	
	সেবা প্রদানকারীর দিক থেকে	*গ্রাহকদের দিক থেকে*
পানি সরবরাহ সেবা :		
শহর এলাকায় পাইপলাইনে সরবরাহকৃত পানি	জায়গা বরাদ্দ, অনুদান, ঋণ, ভর্তুকি	জায়গা, নগদ টাকা, নির্মাণ উপকরণ, শুল্ক এবং ব্যবহারকারী পর্যায়ে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ
শহর এলাকায় পাইপলাইনবিহীন/পয়েন্ট সোর্স পানি সরবরাহ	অনুদান, ভর্তুকি	জায়গা, নগদ টাকা এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ
গ্রামীণ এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	অনুদান, ভর্তুকি, পোষকের সহায়ক চাঁদা (sponsor contribution)	জায়গা, নগদ টাকা, শুল্ক এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ
গ্রামীণ এলাকায় পাইপলাইনবিহীন/পয়েন্ট সোর্স পানি সরবরাহ	অনুদান, ভর্তুকি	জায়গা, নগদ টাকা এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ
স্যানিটেশন সেবা :		
অফ-সাইট স্যানিটেশন: - স্যুয়ারেজ এবং বর্জ্য ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা (drainage) - স্মল-বোর স্যুয়ার, ভূ-উপরিস্থ নর্দমা (drains), ইত্যাদি।	অনুদান, ভর্তুকি, জায়গা ও ঋণ বরাদ্দ	স্যুয়ারেজ ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য শুল্ক; কর (খানা বা কনজারভেন্সি করের সাথে আদায়কৃত)
কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (solid waste management)	অনুদান, ভর্তুকি	জায়গা, নগদ টাকা এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
অন-সাইট স্যানিটেশন, যেমন : পরিবার ও জনগোষ্ঠীতে ব্যবহার্য পায়খানা	অনুদান, ভর্তুকি	

৫.২ নির্দেশক নীতিমালা (Guiding Principles)

ব্যয়-বণ্টনের মৌলিক পটভূমি বা সূত্র (basic premise) হচ্ছে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা একটি অর্থনৈতিক পণ্য এবং একইসাথে এগুলোকে সকলের কাছে সহজলভ্য করে তোলার সামাজিক দায়বদ্ধতাও (social responsibility) আছে। এটা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের সার্বিক স্থায়িত্বশীলতা অনেকটাই নির্ভর করে এর অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের সক্ষমতার ওপর। প্রয়োজনীয় রাজস্ব আদায় ব্যতীত সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা অব্যাহত রাখতে পারবে না। সকল অবস্থাতেই, সেবা প্রদানের সম্পূর্ণ ব্যয় পুনরুদ্ধার করা অত্যাবশ্যক। একইভাবে

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা :

(ক) যে সকল পয়েন্ট সোর্স কোনো-না-কোনো কারণে (যান্ত্রিক অথবা সঠিক সংরক্ষণের অভাবে) পানি উৎপন্ন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে সেগুলোকে অচল (non-functional) পয়েন্ট সোর্স বোঝানো হয়েছে;

(খ) কারণ যাই হোক না কেন, অচল পয়েন্ট সোর্সের শতকরা হার নিরূপণ করতে কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বিদ্যমান মোট অচল পয়েন্ট সোর্স সংখ্যাকে এলাকাটির প্রকৃত মোট পয়েন্ট সোর্স সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে প্রাপ্ত ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করতে হবে।

৬.৩.৩ নগর স্যানিটেশন

স্বল্পমেয়াদে (২০১১-১৫) অন-সাইট স্যানিটেশনের বর্জ্য নিরাপদভাবে অপসারণের (safe disposal of sludge) ক্ষেত্রে পরিচালনা দক্ষতা কম থাকবে। মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে সেবাপ্রদানকারীদের এই পরিচালন দক্ষতা গড়পরতা বেড়ে যথাক্রমে মাঝারি ও উচ্চমানের হবে। দীর্ঘমেয়াদে প্রচলিত স্যানিটেশন ব্যবস্থার ও স্মল-বোর স্যুয়ারের বর্জ্য অপসারণ ও পরিশোধন দক্ষতা উচ্চমানে পৌঁছুবে (সূত্র : অনুচ্ছেদ ৩.৪, টেবিল ৩.৩)।

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা : ভৌত অবকাঠামো যাচাই ও এমআইএস প্রতিবেদন।

স্বল্পমেয়াদে পরিচালনা ও সংরক্ষণ ব্যয় পুনরুদ্ধার হার কম থাকবে। যা পর্যায়ক্রমে বেড়ে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে যথাক্রমে মাঝারি ও উচ্চমানের দক্ষতার দিকে যেতে থাকবে।

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা : সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ।

৬.৩.৪ গ্রামীণ স্যানিটেশন

ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, স্বল্পমেয়াদে (২০১১-১৫) জনগোষ্ঠী কর্তৃক ব্যবহৃত স্যানিটেশন পদ্ধতিগুলোর পরিচালনা ও সংরক্ষণ (O&M) অবস্থা দুর্বল থাকবে। তবে মধ্যমেয়াদে (২০১৬-২০) তা মাঝারি মানের ও দীর্ঘমেয়াদে (২০২১-২৫) ভালো ও উচ্চমানে রূপান্তরিত হবে (সূত্র : অনুচ্ছেদ ৩.৪, টেবিল ৩.৪)।

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা : ভৌত অবকাঠামো পরিদর্শন ও এমআইএস প্রতিবেদন।

সরকারি ভর্তুকি বা গ্রাহকদের মধ্যে প্রচলিত পারস্পরিক ভর্তুকির সহায়তার মাধ্যমে বিশেষ করে গ্রামীণ ও শহুরে নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে অন্ততপক্ষে পরিচালনা ও সংরক্ষণ ব্যয় পুনরুদ্ধার করতে হবে। এসকল বাস্তবতার নিরিখেই কৌশলপত্রটির ব্যয়-বণ্টন পদ্ধতির সার্বিক নির্দেশক নীতিমালা হবে নিম্নরূপ :

ক) বাণিজ্যিক আচরণ (commercial practices) অনুসরণ করে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতিগুলোকে দক্ষতা (efficiency), স্বচ্ছতা (transparency) ও দায়বদ্ধতার (accountability) সাথে পরিচালনা ও সংরক্ষণ করা;

খ) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার ব্যয় পুনরুদ্ধারে এমন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা, যাতে অবনতিশীল পদ্ধতি পুনর্বাসনসহ (rehabilitation of degraded systems) অন্ততপক্ষে পদ্ধতি পরিচালনা ও সংরক্ষণ খরচ পুনরুদ্ধার করা যায়। একইভাবে ভবিষ্যত চাহিদা (বর্ধিত সেবাসমূহ ও সেবা এলাকার জন্য) পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান ও নতুন সেবাব্যবস্থা সৃষ্টির মূলধনী ব্যয় (cost of existing and new facilities) পর্যায়ক্রমে পুনরুদ্ধার করা;

গ) পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সেবার মূল্য নির্ধারণে হিসাব বহির্ভূত (unaccounted for water/non-revenue water) পানির মূল্যের প্রতিফলন ঘটানো (ন্যায্যতার বিবেচনায় সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা দক্ষতা অবশ্যই ক্রমান্বয়ে বাড়াতে হবে যাতে হিসাব বহির্ভূত পানির পরিমাণ বর্তমান পর্যায় থেকে কমপক্ষে ১৫-২০% এ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়। গ্রাহকদের ওপর অতিরিক্ত শুল্কারোপ লাঘবে এ পরিমাণটি বৈশ্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য);

ঘ) দরিদ্র, দুর্গম এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রতিষ্ঠা করা এবং নারী, শিশু ও ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের চাহিদাকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া;

ঙ) সেবার মান ও শুল্ক নির্ধারণের সময় সেবা প্রদানকারী ও গ্রাহকদের মধ্যে পারস্পরিক ন্যায্যতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার (fairness and social justice between customers and service providers) নিশ্চিত করা।

৫.৩ প্রস্তাবিত ব্যয়-বণ্টন পদ্ধতিসমূহ

ব্যয়-বণ্টনের কৌশলপত্র একটি পরিবর্তনশীল/আবর্তক (dynamic/rolling) দলিল। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা সম্পর্কিত বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী, সেবার বাজার মূল্য এবং গ্রাহকদের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে কৌশলপত্রটিও সময়ে সময়ে সংশোধন ও সমন্বয় করার প্রয়োজন হবে। বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের শুল্ক কাঠামো পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং বর্তমান মূল্যস্ফীতি (current inflation trends) ও পণ্যসমূহের অস্বাভাবিক মূল্য হেরফেরের প্রবণতা (non-linear price influx of goods and services) বিবেচনা করে কৌশলপত্রটি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পর্যালোচনা ও সমন্বয় করার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সময়-কাঠামোটি বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর-এর জন্য প্রণীত SDP বাস্তবায়নের সময়সূচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং প্রাথমিকভাবে কৌশলপত্রে সুপারিশকৃত ব্যয়-বণ্টনের পদ্ধতিগুলো সরকারি অনুমোদনের সময় থেকে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। বর্ণিত নিয়মানুযায়ী পরবর্তী কালে এটি পর্যালোচনা ও সমন্বয় করতে হবে।

৫.৩.১ নগর পানি সরবরাহ

পাইপলাইনের মাধ্যমে নগর পানি সরবরাহ সেবার ব্যয়ের অংশ পরিশোধ করা হবে মূলত শুল্কের মাধ্যমে। গ্রাহকের শুল্কহার নির্ধারণের জন্য "ক্রমবর্ধমান ব্লক ট্যারিফ" বা আইবিটি (Increasing Block Tariff) পদ্ধতি (সচরাচর যাকে প্রগতিশীল শুল্ক কাঠামো হিসেবে অভিহিত করা হয়) ব্যবহার করা হবে। এ পদ্ধতিতে প্রাথমিক ব্লক বা নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবহার্য পানির (initial volume of consumable water) মূল্য তুলনামূলক কম হবে এবং ব্যবহারের পরিমাণ প্রাথমিক ব্লক অতিক্রম করে যত বাড়বে শুল্ক হারও ততোধিক বাড়তে (effect of steep increases in price) থাকবে। পদ্ধতিটির উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহারে গ্রাহকদেরকে অনুৎসাহিত ও পানির অপচয় রোধ করা (cut down wastage of water)। এছাড়া নগর এলাকায় পয়েন্ট সোর্স পানি সরবরাহ সেবার ব্যয়-বণ্টন হবে মূলধনী ব্যয়ের ভিত্তিতে (capital cost contribution)।

স্যুয়ার ব্যবস্থা, সেপটিক ট্যাংক ও নিরাপদ বর্জ্য অপসারণসহ স্মল-বোর স্যুয়ার সেবা ব্যবহার করবে। এ সময়ে পদ্ধতিগুলোর পরিচালনা ও সংরক্ষণের অবস্থা থাকবে মাঝারি মানের। দীর্ঘমেয়াদে (২০২১-২৫) নগর এলাকার ৯০% এরও বেশি জনগোষ্ঠী বর্জ্য পরিশোধন সুবিধাদিসহ প্রচলিত ও স্মল-বোর স্যুয়ার সেবার আওতায় চলে আসবে। এই সময়ের মধ্যে পদ্ধতিগুলোর পরিচালনা ও সংরক্ষণ অবস্থা হবে উন্নতমানের (সূত্র : উপানুচ্ছেদ ৩.৪, টেবিল ৩.৩)।

বাস্তবায়ন নির্দেশিক : ব্যবহৃত পদ্ধতির সরেজমিন পরিদর্শন ও যাচাই।

৬.২.৪ গ্রামীণ স্যানিটেশন সেবা

স্বল্পমেয়াদে প্রায় ৬০% জনগোষ্ঠী এক গর্তবিশিষ্ট জলাবদ্ধ (single pit water sealed) পায়খানা ব্যবহারের আওতায় আসবে। মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে যথাক্রমে ৬০-৯০% জনগোষ্ঠী দুই গর্তবিশিষ্ট জলাবদ্ধ পায়খানা (double pit water sealed) এবং ৯০% এরও বেশি জনগোষ্ঠী নিরাপদ বর্জ্য অপসারণ পদ্ধতিসহ সেপটিক ট্যাংকযুক্ত পায়খানা ব্যবহারের আওতাভুক্ত হবে (সূত্র : অনুচ্ছেদ ৩.৪, টেবিল ৩.৪)।

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা : ব্যবহৃত পদ্ধতির সরেজমিন পরিদর্শন ও যাচাই।

৬.৩ পরিচালনা দক্ষতা (Operating Efficiency) নিরূপণ

৬.৩.১ নগর পানি সরবরাহ (পাইপলাইনের মাধ্যমে)

পাইপলাইনে ছিদ্র বা লিকেজ, অবৈধ সংযোগ ব্যবহার, বৈধ বা অবৈধ গ্রাহকের ব্যবহৃত পানি যার জন্য বিল করা সম্ভব হয় না, ইত্যাদির কারণে হিসাব বহির্ভূত পানি (unaccounted for water) স্বল্পমেয়াদে (২০১১-১৫) ৩৫% -এর মধ্যে থাকবে। এই হার মধ্যমেয়াদে ২০-৩৫% -এর কম ও দীর্ঘমেয়াদে ২০% -এর নিচে নেমে আসবে (সূত্র : অনুচ্ছেদ ৩.৪, টেবিল ৩.১)।

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা :

(ক) হিসাব বহির্ভূত পানির পরিমাণ নিরূপণ করতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত মোট পানির পরিমাণ থেকে একই সময়ে বৈধ গ্রাহক কর্তৃক ব্যবহৃত পানির মোট পরিমাণ বিয়োগ দিতে হবে;

(খ) অতঃপর, হিসাব বহির্ভূত পানির শতকরা হার নিরূপণের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে মোট হিসাব বহির্ভূত পানির পরিমাণকে ঐ সময়ে উৎপাদিত মোট পানির পরিমাণ দিয়ে ভাগ করে প্রাপ্ত ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করতে হবে (শতকরা হারে রূপান্তরিত করতে)।

স্বল্পমেয়াদে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজস্ব আদায়ের দক্ষতা (bill collection efficiency) ৭৫%, যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে মধ্যমেয়াদে ৭৫-৯৫% এবং দীর্ঘমেয়াদে ৯৫% -এর বেশি হবে।

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা :

কোনো একটি নির্দিষ্ট সেবাপ্রদানকারীর রাজস্ব আদায়ের দক্ষতা নিরূপণ করতে কোনো বছরের প্রকৃত রাজস্ব (টাকায়) আদায় পরিমাণকে (actual revenue collected) গ্রাহকদেরকে ইস্যুকৃত বিলের পরিমাণ (total billed amount) দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করতে হবে।

৬.৩.২ গ্রামীণ পানি সরবরাহ

প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে, স্বল্পমেয়াদে গ্রামাঞ্চলে অচল (non-functional) (ভৌতভাবে) পয়েন্ট সোর্সের হার ২০% -এর নিচে থাকবে। এই হার মধ্যমেয়াদে ১০-২০% ও দীর্ঘমেয়াদে কমে ১০% -এর নিচে চলে আসবে (সূত্র : অনুচ্ছেদ ৩.৪, টেবিল ৩.২)।

নগর দরিদ্রদের জন্য একটি বিশেষ শুল্কহার (lifeline tariff rate) নির্ধারণ করা হবে। এ শুল্কহার নির্ধারণের সময় বিবেচনায় রাখতে হবে পানি ও স্যানিটেশন অবকাঠামোর মালিকানা এবং এগুলোর পরিচালনা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব বণ্টনের মতো বিষয়গুলো। নগর ও নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীতে পানি ও স্যানিটেশন সেবা সহজলভ্য (delivering affordable services) করার উপায় হিসেবে পারস্পরিক ভর্তুকি গ্রহণযোগ্য হবে। পারস্পরিক ভর্তুকি প্রদানের মতো কোনো স্বচ্ছল গ্রাহক জনগোষ্ঠীতে পাওয়া না গেলে, সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারি বা দাতা সংস্থার ভর্তুকি প্রদান করা যাবে।

দলীয় গ্রাহকদের মধ্যে ব্যয় বিন্যাসের মতো অসাম্যের (issue of inequities in allocation of costs among 'group users') বিষয়টি গ্রাহক পর্যায়ে পয়েন্ট সিস্টেম অথবা সাব-মিটারিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সুরাহা করা যেতে পারে। তবে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় মিটার বা সাব-মিটার পদ্ধতি অবলম্বন না করা পর্যন্ত দলীয় গ্রাহকদের সংযোগের জন্য ইস্যুকৃত পানির বিল বা মূল্য দলের সকল গ্রাহক সমান অংশে বহন করবে (*বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড একই পদ্ধতিতে সমস্যাটি সমাধানের অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে, যা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরেও প্রয়োগ করা যেতে পারে*)।

'পূর্ণ আর্থিক ব্যয় পুনরুদ্ধারের' মৌলিক নীতির ভিত্তিতেই পাইপলাইনের মাধ্যমে নগর পানি সরবরাহ সেবার শুল্কহার নির্ধারণ করা হবে। ব্যয়ের উপাদান নির্ণয় ও হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হবে একটি অভিন্ন কিন্তু যৌক্তিকভাবে নমনীয় প্রক্রিয়ায়। তা করা হবে জনসংখ্যা, সংযোগ চাহিদা ও পদ্ধতিটির সামগ্রিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে (based on population, connection demand and costing projections) অথবা বিকল্পভাবে দৈনিক উৎপাদন ও তার জন্য খরচের পরিমাণের ভিত্তিতেই (on the basis of calculating volume of production and costs incurred for that)। শুল্কহার নির্ধারণের বিস্তারিত পদ্ধতি দ্বিতীয় খণ্ড : ব্যাকগ্রাউন্ড ডকুমেন্টে পাওয়া যাবে।

৫.৩.১.১ পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ

গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী পাইপলাইনের মাধ্যমে নগর পানি সরবরাহ সেবার ব্যয়-বণ্টন নিম্নরূপ হবে :

(ক) প্রতি ঘনমিটার (১,০০০ লিটার) উৎপাদিত পানির ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে ব্যয়ের একক (unit of costing)। উৎপাদন ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি হবে :

১) পরিচালনা ও সংরক্ষণ ব্যয় (এর মধ্যে নির্ধারিত ব্যয় (fixed costs), যেমন : বেতনভাতা এবং চলন ব্যয় (variable costs), যেমন : বিদ্যুৎ, জেনারেটর, ব্লিচিং ও অন্যান্য পরিশোধন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হবে),
২) পদ্ধতির অবচয় ব্যয় (depreciation),
৩) হিসাব বহির্ভূত পানির বা সিস্টেম লসের ব্যয় (তবে পরিমাণটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হতে হবে), এবং
৪) ঋণ সেবার দায় (debt service liabilities) যেমন : সুদ, অপরিশোধিত দেনা/ঋণ, যদি থাকে।

(খ) সংযোগ ফিস এবং উপকরণ ও শ্রম, মিটারিং, ভূ-গর্ভস্থ ও ছাদের জলাধার নির্মাণ, পানির মান পরীক্ষা, পদ্ধতির পরিচালন ও সংরক্ষণ, অভ্যন্তরীণ প্লামিংসহ (internal plumbing) অন্যান্য সকল ব্যয় গ্রাহক বহন করবে;

(গ) সকল গ্রাহককে দুটি বৃহত্তর দলে বিভক্ত করা হবে। প্রথম দলে থাকবে গৃহস্থালী, প্রাতিষ্ঠানিক ও জনগোষ্ঠীভিত্তিক গ্রাহক এবং দ্বিতীয় দলে থাকবে শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যিক গ্রাহক (সূত্র: বক্স ২);

(ঘ) প্রথম দলের জন্য প্রকৃত উৎপাদন মূল্যের ভিত্তিতে শুল্কহার নির্ধারিত হবে। অন্যদিকে শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যিক গ্রাহক দলের মতো উচ্চ ব্যবহারকারীদের জন্য তুলনামূলকভাবে উচ্চ শুল্কহার নির্ধারিত হবে;

(ঙ) প্রত্যেক দলের মধ্যে ব্যবহারের পরিমাণের ভিত্তিতে গ্রাহকদের শ্রেণিবিন্যাস করা হবে। নির্দেশনা (ক) অনুযায়ী গৃহস্থালী, প্রাতিষ্ঠানিক ও জনগোষ্ঠী গ্রাহকদের ভিত্তিমূল (প্রাথমিক ব্লক) শুল্কহার নির্ধারিত হবে প্রকৃত উৎপাদন মূল্যের ভিত্তিতে। অন্যদিকে, শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের ভিত্তিমূল শুল্কহার (base tariff) গৃহস্থালী গ্রাহকের ভিত্তিমূল শুল্কহারের অন্ততপক্ষে ৩০০% বেশি হবে;

(চ) উর্ধ্বতন ব্লকের বা উচ্চতর ব্যবহারের (গৃহস্থালী ও বাণিজ্যিক উভয় গ্রাহকের জন্য), যেমন : ব্লক ২, ৩, ৪, ৫ বা তারও ওপরের স্তরসমূহে (upper consumption blocks) শুল্ক হার ভিত্তিমূল হার থেকে যথাক্রমে ২৫%,

পাইপলাইনে সরবরাহকৃত পানিতে অনধিক ০.০৫ মিগ্রা/লিটার আর্সেনিক ও ০/১০০ মিলি ফিকাল কলিফর্ম বা ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি গ্রহণযোগ্য হবে।

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা : ফিল্ড টেস্ট কিট বা ল্যাবরেটরির মাধ্যমে পানির নমুনা পরীক্ষা।

মধ্য (২০১৬-২০) ও দীর্ঘমেয়াদে (২০২১-২৫) সেবার স্তর ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। মধ্যমেয়াদে সরবরাহ সময় ৬ থেকে ১২ ঘন্টার মধ্যে থাকবে এবং পানির ব্যবহার বেড়ে জনপ্রতি দৈনিক ১০০ লিটারে দাঁড়াবে। এসময়ে সরবরাহকৃত পানিতে আর্সেনিক ও ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি থাকবে যথাক্রমে ০.০৫-০.০১ মিগ্রা/লিটার ও ০/১০০ মিলি। দীর্ঘমেয়াদে পানির গুণগত মানের স্তরটি আরো উন্নত হবে আশা করা হচ্ছে (**চিত্র ৪.২** দেখুন)।

৬.২.২ গ্রামীণ পানি সরবরাহ সেবা

স্বল্পমেয়াদে (২০১১-১৫) পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরবরাহকৃত গ্রামীণ পানির গুণগত মানের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। তদানুযায়ী পানিতে আর্সেনিক ও ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি যথাক্রমে ০.০৫ মিগ্রা/লিটারের নিচে ও ০/১০০ মিলি হবে। একই সময়ে পয়েন্ট সোর্সটির স্যানিটারি স্কোর হবে ৬-১০ (উদাহরণ : চেকলিস্ট নিচে দেওয়া হলো)।

উদাহরণ: একটি টিউবওয়েলের জন্য স্যানিটারি অবস্থা পরিদর্শন চেকলিস্ট

স্যানিটারি অবস্থা পরিদর্শনের জন্য বিশ্লেষণমূলক নির্দিষ্ট তথ্যাবলি		*ঝুঁকি*
১.	টিউবওয়েলটির ১০ মিটারের মধ্যে কোনো পায়খানা আছে?	হ্যাঁ/না
২.	টিউবওয়েলের ১০ মিটারের মধ্যে অন্য কোনো ব্যাকটেরিয়া দূষণ উৎস রয়েছে কি?	হ্যাঁ/না
৩.	কাছাকাছি অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া দূষণের উৎসটি কি টিউবওয়েলের প্লাটফর্ম থেকে উঁচুতে?	হ্যাঁ/না
৪.	টিউবওয়েলের ড্রেনটি কি ক্রটিযুক্ত যা ২ মিটারের মধ্যে পানি জমতে সহায়তা করছে?	হ্যাঁ/না
৫.	ড্রেনটি কি ভাঙ্গা, ফাটলযুক্ত বা এখনই পরিষ্কার করা প্রয়োজন?	হ্যাঁ/না
৬.	দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে প্লাটফর্মটি কি ১ মিটারের চেয়ে কম?	হ্যাঁ/না
৭.	টিউবওয়েলের উপরি পানি কি গোড়ায় জমে থাকে/আছে?	হ্যাঁ/না
৮.	প্লাটফর্ম বা টিউবওয়েলের পাটাতন কি ভাঙ্গা বা অস্বাস্থ্যকর?	হ্যাঁ/না
৯.	পাটাতনের বা প্লাটফর্মের সাথে টিউবওয়েলের গোড়া কি ফাঁকা/আলগা?	হ্যাঁ/না
১০.	বেড়া বা ঘেরা কি নাই অথবা ক্রটিযুক্ত?	হ্যাঁ/না

সূত্র: *প্রকৌশলীদের জন্য পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা* (ডব্লিউএসপি) *বিষয়ে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০০৮*

ঝুঁকির মোট স্কোর ... ... /১০
ঝুঁকির মাত্রা : ৯-১০ অত্যধিক; ৬-৮ উচ্চ; ৪-৫ মাঝারি, ০-৩ নিম্ন ঝুঁকি।

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা : ফিল্ড টেস্ট কিট অথবা ল্যাবেরেটরির মাধ্যমে পানির নমুনায় আর্সেনিক ও ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পরীক্ষা এবং প্রতিটি পয়েন্ট সোর্সের স্যানিটারি অবস্থা পরিদর্শন।

মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে গ্রামীণ পানি সরবরাহ সেবার স্তর অনুচ্ছেদ ৩.৪ এ প্রদর্শিত উপায়ে ক্রমান্বয়ে উন্নত হবে (টেবিল ৩.২ -এর যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ সারি)। পানির গুণগত মান নিরূপণের জন্য একই রকম ব্যবহারিক পদ্ধতি (operational measures) অবলম্বন করা হবে।

৬.২.৩ নগর স্যানিটেশন সেবা

লক্ষিত জনগোষ্ঠী (৬০%) স্বল্পমেয়াদে (২০১১-১৫) এক ও দুই গর্তবিশিষ্ট জলাবদ্ধ পায়খানা ব্যবহারের আওতায় আসবে তবে পরিচালনা ও সংরক্ষণের অবস্থা থাকবে দুর্বল। আশা করা হচ্ছে, মধ্যমেয়াদে (২০১৬-২০) অধিক (৬০-৯০%) জনগোষ্ঠী সীমিত

৫০%, ৭৫%, ১০০% বেশি হবে। এরকম ক্রমবর্ধমান শুল্ক হার নির্ধারিত হবে পানির অপচয় কমিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য;

(ছ) নগর দরিদ্র ও হত-দরিদ্রদের জন্য একটি বিশেষ (লাইফলাইন) শুল্কহার প্রযোজ্য হবে। নীতিমালা অনুযায়ী, গৃহস্থালী গ্রাহকদের ভিত্তিমূল শুল্ক হারের অর্ধেক (৫০%) হবে দরিদ্র ও এক-চতুর্থাংশ (২৫%) হবে হত-দরিদ্র গ্রাহকদের জন্য। তবে, এমন গ্রাহকদের পানি সেবা ব্যবহারের পরিমাণ মৌলিক ন্যূনতম সেবার স্তরের (অর্থাৎ জনপ্রতি দৈনিক ২০ লিটার) মধ্যেই হতে হবে। সংযোগের ধরন নির্বিশেষে (একক/দলীয়/মিটারযুক্ত বাল্ক) এরূপ ক্ষেত্রে একক পরিবারের প্রতিমাসে মোট ব্যবহৃত পানির পরিমাণের ভিত্তিতেই বিল ইস্যু করা হবে;

(জ) মিটারবিহীন সংযোগের ক্ষেত্রে সকল ধরনের গ্রাহকের জন্য "নির্দিষ্ট (Fixed Charge)" পদ্ধতির শুল্ক হার প্রযোজ্য হবে। মিটারযুক্ত গ্রাহকদের মতো একই নিয়মে এখানে শুল্কহার প্রাক্কলন করা হবে। এক্ষেত্রে পানি ব্যবহারের বিল সরবরাহ পাইপের আকার বা সাইজের (যেমন : ০.৭৫", ১.০০", ১,৫০", ২.০০" ইঞ্চি ইত্যাদি) ভিত্তিতে ইস্যু করা হবে;

(ঝ) গ্রাহক কর্তৃক ব্যবহৃত পানির পরিমাণের ভিত্তিতে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান মাসিক বিল দেবে এবং গ্রাহকরা তা পরিশোধে দায়বদ্ধ থাকবে।

প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে শুল্ক-কাঠামো নির্ধারণ, হিসাব প্রাক্কলন, বিলিং ও কার্যকরভাবে সিস্টেম লস ব্যবস্থাপনার জটিলতা বিবেচনা করে কৌশলপত্রে পানি সরবরাহ সেবার সকল পর্যায়ে যত দ্রুত সম্ভব মিটারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে।

৫.৩.১.২ পয়েন্ট সোর্স (Non-Piped) পানি সরবরাহ

নগর প্রেক্ষিতে সেবা প্রদানকারী ও গ্রাহকদের মধ্যে ব্যয়-বণ্টনের পাশাপাশি একটি পয়েন্ট সোর্স পানি সরবরাহ পদ্ধতির সম্ভাব্য ব্যয় উপাদানসমূহ (possible cost components) নিচের টেবিলে উপস্থাপন করা হলো :

ব্যয় উপাদানসমূহ	*ধরন অনুযায়ী ব্যয়-বণ্টন*	
	সেবা প্রদানকারী	*গ্রাহক*
পদ্ধতি স্থাপন/নির্মাণের জন্য জমি বা জায়গা	যদি জায়গাটি সরকারি হয়	যদি জায়গাটি বেসরকারি হয়
প্রাক্কলিত মূলধনী ব্যয়ের ভিত্তি : - মূলধনী যন্ত্রপাতির খরচ (যেমন : পাম্প-হেড, পাইপ ও খুচরা যন্ত্রাংশ, অন্যান্য বিকল্প পদ্ধতির যন্ত্রপাতি), এবং - পাম্প স্থাপন ও প্লাটফর্ম নির্মাণ, ইত্যাদির খরচ	৭৫-৯০% ভর্তুকি বা অনুদান	দরিদ্রদের সহায়ক চাঁদা মূলধনী ব্যয়ের ২৫% ও হত-দরিদ্রদের সহায়ক চাঁদা ১০%
পরিচালনা ও সংরক্ষণ (ওঅ্যান্ডএম)	কোনো ভর্তুকি নয়	সহায়ক চাঁদা ১০০%
প্রদেয় অন্যান্য ফিস ও কর	কোনো ভর্তুকি নয়	সহায়ক চাঁদা ১০০%

৫.৩.২ নগর স্যানিটেশন

৫.৩.২.১ স্যুয়ার সেবা (Sewer Service)

গ্রাহকরা ট্যারিফ বা শুল্কের ভিত্তিতেই স্যুয়ার সেবার ব্যয় বহন করবে। স্বল্পমেয়াদে (২০১১-১৫) ওয়াসা কর্তৃক স্যুয়ার সেবার শুল্ক বর্তমান ব্যয় প্রাক্কলনের (current cost calculation) হারেই রাখা হবে। মধ্যমেয়াদ (২০১৬-২০) ও তৎপরবর্তী সময়ে স্যুয়ার সেবার শুল্ক হার পদ্ধতিটির পূর্ণ পরিচালনা ও সংরক্ষণ (O&M) এবং প্রশাসনিক (administrative) ব্যয়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ ও দাবি করা হবে। স্যুয়ার সেবার ব্যয়-বণ্টন নিম্নরূপ হবে :

(ক) পানি ও স্যুয়ার সংযুক্ত খানা বা পরিবারের জন্য স্যুয়ার শুল্ক কমপক্ষে পানির বিলের সমান হবে;

(খ) সচল পয়েন্ট সোর্সপ্রতি জনসংখ্যা নিরূপণ করতে, একইভাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকার মোট জনসংখ্যাকে প্রকৃত সচল (ঐ এলাকায় ব্যবহৃত) পয়েন্ট সোর্স (functioning point source) সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে;

(গ) পানি সরবরাহ কভারেজের পর্যায় তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যদি তা সেবা-স্তরের পরিকল্পিত শর্তাবলি পূরণ করে। উদাহরণস্বরূপ : সেবা-প্রাপ্ত জনসংখ্যার প্রতিটি গ্রাহক নির্ধারিত ন্যূনতম গুণ (minimum quality) ও মানের (standard) পানি সরবরাহ পাচ্ছে।

৬.১.৩ নগর ও গ্রামীণ স্যানিটেশন সেবা

নগর ও গ্রামীণ স্যানিটেশন সেবার স্তর পরিমাপের জন্য বাস্তবায়ন নির্দেশিকা সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করা হলো। কেননা উভয় ক্ষেত্রের জন্যই স্যানিটেশন সেবার কভারেজ সেবা-প্রাপ্ত সমপরিমাণ (কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বিকল্প প্রযুক্তির মাধ্যমে) জনসংখ্যার শতকরা হারের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা করা হয়েছে। যেমন : উভয় ক্ষেত্রেই স্বল্পমেয়াদে কভারেজ ৬০%, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে পর্যায়ক্রমে তা বেড়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৬০-৯০% এবং ৯০% এরও বেশি (সূত্র : অনুচ্ছেদ ৩.৪, টেবিল ৩.৩ ও ৩.৪)।

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা :

সেবার আওতাভুক্ত জনসংখ্যার শতকরা হার নিরূপণ করতে নির্দিষ্ট একটি স্যানিটেশন পদ্ধতির (যেমন : জলাবদ্ধ গর্ত পায়খানা, সেপটিক ট্যাংকযুক্ত পায়খানা, সীমিত স্যুয়ার, ইত্যাদি) সেবা-প্রাপ্ত মোট প্রকৃত জনসংখ্যাকে (গ্রাম/জনগোষ্ঠী/মহল্লা) কোনো এলাকার মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করতে হবে।

স্যানিটেশন সেবা-স্তরের পরিকল্পিত শর্তাবলি পূরণ করলেই কভারেজের পর্যায় গ্রহণযোগ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ : সেবা-প্রাপ্ত জনসংখ্যার প্রতিটি গ্রাহককে নির্ধারিত ও ন্যূনতম গুণগত মানের সেবা পেতে হবে।

৬.২ সেবার স্তর (Service Levels) নিরূপণ

এক গুচ্ছ নির্দেশকের (a set of parameter) মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা-স্তর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এগুলো হলো : ১) দৈনিক সরবরাহ ঘণ্টা (supply hours per day), ২) জনপ্রতি দৈনিক ব্যবহার/ভোগ (consumption per capita per day), ৩) পানির গুণগত মান, যেমন : নগরভিত্তিক সরবরাহকৃত পানিতে আর্সেনিক ও ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ। গ্রামীণ পানি সরবরাহের জন্য পয়েন্ট সোর্সের সামগ্রিক স্যানিটারি অবস্থাকে (sanitary status of the point source) পানির গুণগত মানের নির্দেশক গুচ্ছের সাথে যুক্ত করা হবে।

নগর ও গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রযুক্তিগুলোর পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নকে স্যানিটেশন সেবা-স্তর উন্নয়নের পরিমাপক হিসেবে গণ্য করা হবে। এর সাথে যুক্ত হবে পদ্ধতিগুলোর পরিচালনা ও সংরক্ষণ (O&M) দক্ষতা, যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে। এসকল সেবা-স্তর পরিমাপের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা নিচে বর্ণনা করা হলো :

৬.২.১ নগর পানি সরবরাহ সেবা

এসডিপি (SDP) বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ বা স্বল্পমেয়াদে (২০১১-১৫) আশা করা হচ্ছে, পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রতিদিন গড়পরতা অন্তত ৬ (ছয়) ঘণ্টা পানি সরবরাহ করা হবে। একই সময়ে জনপ্রতি দৈনিক ৭০ লিটার সরবরাহ করা হবে। হিসাবমতে, ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি সাধারণ পরিবারের প্রতিমাসের পানির ব্যবহার দাঁড়াবে (৭০ X ৫ X ৩০) ১০,৫০০ লিটারে (সূত্র : অনুচ্ছেদ ৩.৪; টেবিল ৩.১)।

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা : মিটারযুক্ত সংযোগ।

(খ) পানির সংযোগ আছে কিন্তু স্যুয়ার সংযোগ নাই, তবে তা ১০০ ফুট দূরত্বের মধ্যে আছে এমন খানার বা পরিবারের শুল্ক হার হবে খানার বার্ষিক মূল্যায়নের (annual valuation of holdings) ১৬.৬০%, কিন্তু পরিমাণটি পানির বিলের বেশি হবে না;

(গ) কেবলমাত্র স্যুয়ার লাইন সংযুক্ত খানার বা পরিবারের শুল্ক হার হবে খানার বার্ষিক মূল্যায়নের ৪৫.৮৪%;

(ঘ) পানি সরবরাহ ও স্যুয়ার উভয় সেবার মাসিক ন্যূনতম শুল্ক হার সংশোধন করা হবে। এ শুল্ক বর্তমান হার হতে আনুপাতিক হারে (১৮%)[১৩] বৃদ্ধি করে দাবি (পাইপলাইনের আকার বা সাইজের ভিত্তিতে) করা হবে।

৫.৩.২.২ ড্রেইনেজ সেবা (Drainage Service)

নগর ড্রেইনেজ সেবার ব্যয় বহন করা হবে ট্যাক্স বা করের মাধ্যমে। স্বল্পমেয়াদের (২০১১-১৫) জন্য ড্রেইনেজ সেবার কর-হার নিম্নরূপ হবে :

(ক) যে সকল স্থানে ড্রেইনেজ সেবা বিদ্যমান, সেখানে কর হার অন্ততপক্ষে খানার বার্ষিক মূল্যায়নের ৩% হবে (যেমন : বড় শহর ও পৌরসভা)। অথবা হারটি সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে;

(খ) প্রদত্ত সেবা পরিচালনা ও সংরক্ষণের (O&M) প্রকৃত ব্যয়ের সাথে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে কর হার নির্দিষ্ট সময়ান্তে সংশোধন ও সংস্কার করা হবে। ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর নিজস্ব আইন ও বিধিমালা অনুযায়ীই তা করা হবে।

৫.৩.২.৩ কনজারভেন্সি সেবা (Conservancy Service)

(ক) কনজারভেন্সি সেবার অন্তর্ভুক্ত হবে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (solid waste management), রাস্তা ও ফুটপাত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (sweeping roads and footpaths), ক্ষুদ্র নর্দমা পরিষ্কার ও সংরক্ষণ (cleaning and maintenance of small drainage), ইত্যাদি;

(খ) সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কনজারভেন্সি সেবার কর হার (conservancy taxe rate) অন্ততপক্ষে খানার বার্ষিক মূল্যায়নের ৫% হবে এবং পৌরসভা এলাকায় খানার বার্ষিক মূল্যায়নের ৪% হবে।

৫.৩.২.৪ প্রচলিত স্যানিটেশন ব্যবস্থা

প্রচলিত স্যানিটেশন ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে ব্যক্তিগত (individual) ও জনগোষ্ঠীভিত্তিক পায়খানা (community latrines), গণ শৌচাগার (public toilets), সেপটিক ট্যাংকসহ স্মল-বোর স্যুয়ার এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থা। নগর প্রেক্ষিতে প্রচলিত স্যানিটেশন ব্যবস্থার ব্যয়-বণ্টন নিচে প্রদর্শিত ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে হবে :

খরচের উপাদানসমূহ	*ধরন অনুযায়ী ব্যয়-বণ্টন*	
	সেবা প্রদানকারী	*সেবা প্রদানকারী*
পদ্ধতি স্থাপন/নির্মাণের জন্য জমি বা জায়গা	যদি জায়গাটি সরকারি হয়	যদি জায়গাটি বেসরকারি হয়
প্রাক্কলিত মূলধনী ব্যয়ের ভিত্তি : - মূলধনী যন্ত্রপাতির খরচ (যেমন : রিং, স্লাব, সিসি পাইপ এবং অন্যান্য নির্মাণ উপকরণ), এবং - সেপটিক ট্যাংক নির্মাণ ব্যয়	৭৫-৯০% ভর্তুকি বা অনুদান	দরিদ্রদের সহায়ক চাঁদা মূলধনী ব্যয়ের ২৫% ও হত-দরিদ্রদের সহায়ক চাঁদা ১০%
বর্জ্য অপসারণ (ডিস্লাজিং) ও ব্যবস্থাপনা	কোনো ভর্তুকি নয়	সহায়ক চাঁদা ১০০%
পরিচালনা ও সংরক্ষণ (ওঅ্যান্ডএম)	কোনো ভর্তুকি নয়	সহায়ক চাঁদা ১০০%

[১৩] ২০০৮-০৯ অর্থবছরের এমআইএস প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহ সেবার (প্রতি ঘনমিটার পানির ভিত্তিতে) প্রাক্কলিত মূল্য প্রচলিত মূল্যের ১৮% বেশি। যে কারণে, হিসাবটিকে আনুপাতিকহারে শুল্ক বৃদ্ধির একটি উদাহরণ হিসেবে আনা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৬

সেবার স্তর নিরূপণ সহায়িকা

৬.১ সেবার পরিধি (Coverage of Services) নিরূপণ

৬.১.১ নগর পানি সরবরাহ সেবা

নগর পানি সরবরাহ সেবার কভারেজ মোট জনসংখ্যার শতকরা হারের ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বল্পমেয়াদে ৬০%, মধ্যমেয়াদে ৬০-৯০% এবং দীর্ঘমেয়াদে ৯০% ভাগেরও বেশি জনসংখ্যাকে নগর পানি সরবরাহ সেবার আওতায় আনা হবে (সূত্র : অনুচ্ছেদ ৩.৪ টেবিল ৩.১)।

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা (ক্রমানুসারে) :

(ক) সেবার আওতাভুক্ত প্রকৃত জনসংখ্যা নিরূপণ করতে পানি সরবরাহভুক্ত মোট পরিবারের সংখ্যাকে পরিবারের গড় জনসংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে;

নোট : স্থানভেদে পরিবারের গড় জনসংখ্যার তারতম্য হবে। একটি মাত্র সংযোগ সম্পন্ন একটি বহুতল ভবনে (multi-storied building with single connection) বসবাসরত মোট জনসংখ্যাকে মোট পরিবার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে পরিবারগুলোর গড় জনসংখ্যা হিসাব করতে হবে।

(খ) জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ সেবার আওতাভুক্ত তা নিরূপণ করতে সেবা-প্রাপ্ত প্রকৃত (বিল ইস্যুকৃত) জনসংখ্যাকে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এলাকাধীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করতে হবে;

(গ) পানি সরবরাহ কভারেজের পর্যায় তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যদি তা সেবা-স্তরের পরিকল্পিত শর্তাবলি (planned requirement of service levels) পূরণ করে। উদাহরণস্বরূপ : সেবা-প্রাপ্ত জনসংখ্যার প্রতিটি গ্রাহককে নির্ধারিত গুণগত মানের (standard) ও দৈনিক ন্যূনতম পরিমাণ পানি সরবরাহ পেতে হবে।

পাইপলাইন ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে (point source) নগর এলাকায় পানি সরবরাহ সেবার কভারেজ নিরূপণ করতে গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ নিরূপণের প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

৬.১.২ গ্রামীণ পানি সরবরাহ সেবা

পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামীণ পানি সরবরাহের কভারেজ প্রতিটি পয়েন্ট সোর্সের মোট ব্যবহারকারী জনসংখ্যার ভিত্তিতে নিরূপণ করতে হবে। যেমন : স্বল্পমেয়াদে প্রতিটি পয়েন্ট সোর্সের জন্য ৫০ জন, ক্রমান্বয়ে এটি কমে মধ্যমেয়াদে ২৫-৩০ জনে এবং দীর্ঘমেয়াদে ২৫ জনের নিচে নেমে আসবে (সূত্র : অনুচ্ছেদ ৩.৪, টেবিল ৩.২)।

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা (ক্রমানুসারে) :

(ক) পয়েন্ট সোর্সপ্রতি জনসংখ্যা নিরূপণ করতে একটি গ্রাম বা জনগোষ্ঠীর সর্বমোট জনসংখ্যাকে মোট সরবরাহকৃত পয়েন্ট সোর্সের (টিউবওয়েল, রিং ওয়েল, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি, পিএসএফ, ইত্যাদির) সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে;

৫.৩.৩ গ্রামীণ পানি সরবরাহ সেবা

সংশ্লিষ্ট পদ্ধতির প্রাক্কলিত মূলধনী ব্যয়ের ভিত্তিতে (based on estimated capital costs) গ্রামীণ পানি সরবরাহ সেবার ব্যয়-বণ্টন হবে এবং এগুলো কেবলমাত্র জনগোষ্ঠীভিত্তিক বা দলীয় গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে পদ্ধতি নির্মাণ এবং পরিচালনা ও সংরক্ষণ ব্যয় গ্রাহকরাই বহন করবে। বিভিন্ন প্রযুক্তির জন্য ব্যয়-বণ্টনের চিত্র নিচের টেবিলে দেখানো হলো :

জনগোষ্ঠীভিত্তিক পানি সরবরাহ পদ্ধতি (প্লাটফর্ম, বহির্গমন নর্দমা ও পানি মান পরীক্ষাসহ)	*জাতীয় পানি ও স্যানিটেশন নীতিমালা '৯৮ -এ সুপারিশকৃত*	*বর্তমান চর্চা বা অনুশীলন*	*গ্রাহকের জন্য প্রস্তাবিত অবদান (প্রাক্কলিত মূলধনী ব্যয়ের %)*		
			স্বচ্ছল গ্রাহক	*দরিদ্র*	*হত-দরিদ্র*
৬ নং ও ডেভ হেড পাম্পসহ অগভীর নলকূপ	৫০%	০ - ২০%	১০০%	৫০%	২৫%
৬ নং ও ডেভ হেড পাম্পসহ গভীর নলকূপ	২০%	১০ - ২০%	১০০%	২০%	১০%
৬ নং ও ডেভ হেড পাম্পসহ রিং ওয়েল	২০%	৩ - ২০%	১০০%	২০%	১০%
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি (RWHS)	২০%	২০%	৭৫%	২০%	১০%
পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (PSF)	২০%	৫ - ২০%	৫০%	২০%	১০%
শ্যালো শ্রাউডেড টিওবওয়েল (SST)	৫০%		১০০%	৫০%	২৫%
ভেরি শ্যালো শ্রাউডেড টিওবওয়েল (VSST)	৫০%		১০০%	৫০%	২৫%
আয়রণ রিমুভাল ইউনিট (IRU)	২০%	২০%	৫০%	২০%	১০%
৬নং পাম্পসহ ইনফিলট্রেশন গ্যালারি (IFG)	২০%	১৫ - ২০%	৫০%	২০%	১০%
গ্রাভিটি ফেড সিস্টেম (GFS)	২০%	১৫ - ২০%	৫০%	২০%	১০%
সুপার তারা/তারা ২/হ্যান্ড পাম্প/ডিপসেট/তারা ডেভ হেড	২০%	১০ - ২০%	৭৫%	২০%	১০%
গ্রামীণ পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	২০%	০ - ২০%	৩০%	২০%	১০%
হ্যান্ডপাম্প উন্নতকরণ/পুনর্বাসন	উল্লেখ নাই		১০০%	২০%	১০%
পুকুর পুনঃখনন	২০%		৫০%	২০%	১০%

বিদ্যমান ব্যয়-বণ্টন অনুশীলনের এবং মাঠ পর্যায়ে প্রধান প্রধান সেবা প্রদানকারী ও গ্রাহক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতেই উপর্যুক্ত গ্রাহকের সহায়ক চাঁদার প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়েছে।

৫.৩.৪ গ্রামীণ স্যানিটেশন সেবা

জনগোষ্ঠী ও প্রাতিষ্ঠানিক স্যানিটেশন পদ্ধতিসমূহ (পানি সরবরাহ সুবিধাসহ)	*জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮ -এ সুপারিশকৃত*	*বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বিদ্যমান ব্যয়-বণ্টন অনুশীলন*	*গ্রাহকের জন্য প্রস্তাবিত অবদান (প্রাক্কলিত মূলধনী ব্যয়ের %)*		
			স্বচ্ছল গ্রাহক	*দরিদ্র*	*হত-দরিদ্র*
গর্ত পায়খানা (single pit latrine) - একক	০% এবং ১০০% (যথাক্রমে হত-দরিদ্র ও স্বচ্ছল গ্রাহক)	০-১০০%	১০০%	৫০%	২৫%
গর্ত পায়খানা (double pit latrine) - দ্বৈত		০-১০০%	১০০%	৫০%	২৫%
কম্যুনিটি ল্যাট্রিন			৫০%	৪০%	২০%
অন্যান্য পদ্ধতিসমূহ :					
স্কুল ল্যাট্রিন	উল্লেখ নেই	০-৪৪%	২৫%		

(খ) একই রকম অতিরিক্ত চাহিদা দরিদ্র বা নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে আসলে তা স্বচ্ছল গ্রাহকদের জন্য নির্ধারিত মূল্যের অর্ধেকে (half of the price charged for the affluent/non-poor users) সরবরাহ করা হবে।

৫.৫ উচ্চমাত্রায় আর্সেনিক সংক্রমিত (High Arsenic Contaminated) এলাকার জন্য বিশেষ সেবা

আর্সেনিক নিরসন নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০০৪ অনুযায়ী সকল নিরসনমূলক কার্যক্রম ''পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ ও বিধিমালা ১৯৯৭-এর তফশিল ৩"-এ বর্ণিত খাবার পানির বাংলাদেশ মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এরই অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত পানি সরবরাহ বিকল্প পদ্ধতিগুলোর ব্যয়-বণ্টনে ব্যবহারকারীরা বিশেষ ছাড় পাবে :

- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি (Rain Water Harvesting System) ;
- পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (PSF);
- আয়রণ রিমুভাল ইউনিট (IRU);
- ডিপসেট টিউবওয়েল (DST);
- পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, ইত্যাদি।

এছাড়া অন্যান্য সাধারণ পদ্ধতি থেকে ব্যয়বহুল বিকল্প পদ্ধতির (alternative technologies) ব্যবহারকারীদেরকে আর্থিক অবস্থান নির্বিশেষে অতিরিক্ত ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। ভূ-গর্ভস্থ পানির (underground water) বদলে ভূ-উপরিস্থ পানি (surface water) ব্যবহারে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পুকুর সংস্কার বা এরকম ভূ-উপরিস্থ অন্যান্য পানির উৎস ব্যবহারকারীদেরকে সেবা মূল্যে বিশেষ ছাড় (special discount) দিতে হবে।

গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ে ক্ষুদ্র নর্দমা	উল্লেখ নেই	০-২০%	২৫%
গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ে গণ শৌচাগার	উল্লেখ নেই	০-১০%	২৫%
ধর্মীয় উপাসনালয়ের পায়খানা	উল্লেখ নেই		২৫%
গ্রোথ সেন্টারে পানি ও স্যানিটেশন পদ্ধতি পুনর্গঠন/উন্নতকরণ	উল্লেখ নেই	০-২০%	২৫%

গ্রামীণ স্যানিটেশন সেবার জন্য ব্যয়-বণ্টনের প্রস্তাবনাটি কেবলমাত্র জনগোষ্ঠীভিত্তিক পদ্ধতি বা কম্যুনিটি অপশনের জন্য প্রযোজ্য হবে। স্কুল স্যানিটেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করবে সংশ্লিষ্ট স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটি, গ্রোথ সেন্টার স্যানিটেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রোথ সেন্টার বা বাজারের জন্য বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি। পদ্ধতি স্থাপন বা নির্মাণের জায়গা এবং পরিচালনা ও সংরক্ষণ ব্যয় বহন করবে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক প্রতিষ্ঠানই।

কোনো একটি গ্রাম বা ইউনিয়নের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতির সকল বিকল্প প্রযোজ্য নাও হতে পারে। সকল গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতির জন্য স্বচ্ছল গ্রাহকদেরকে নীতিগতভাবে ভর্তুকি দেওয়া যাবে না। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, যেমন : দুর্গম, উচ্চ আর্সেনিক সংক্রমিত (high arsenic contaminated), কৌশলগতভাবে জটিল (technically difficult) এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠী যেখানে প্রযোজ্য পদ্ধতিগুলি ব্যয়বহুল ও সহজলভ্য নয় (expensive and inaccessible), অথবা দুর্যোগ কবলিত (disaster affected) এলাকার গ্রাহকদের জন্য প্রাথমিকভাবে (স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে) ভর্তুকি অনুমোদন করা যাবে।

৫.৩.৫ বিক্রেতার (Vendors') মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা

বিক্রেতার ধরন	পানি সরবরাহ সেবাসমূহ	স্যানিটেশন সেবাসমূহ
এনজিও এবং ব্যক্তিখাতের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান (প্রথমে কিনে নেয় এবং তারপর গ্রাহকদের কাছে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করে)	- ভর্তুকি (ভিত্তিমূল্যের ৫০%) মূল্যে কেনার যোগ্য বিবেচিত হবে এবং সংরক্ষিত পদ্ধতিতে কেবলমাত্র দরিদ্র গ্রাহকদের কাছে বিনা মুনাফায় বিক্রি করতে পারবে।	৫.৩.২.৪ এবং ৫.৩.৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শুল্ক কাঠামো পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে।
ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীরা সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কাঁচা পানি (raw water) কিনে বাজারজাত করতে পুনরুৎপাদন করে	- শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যিক গ্রাহক হিসেবে বিবেচিত হবে; - আইনি নিয়ন্ত্রণের (regulatory control) আওতায় ও একটি লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে নিয়ে আনতে হবে।	
ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী স্বাধীনভাবে নিজস্ব পদ্ধতি এবং বাণিজ্যিক বাজার পরিচালনা (commercial marketing) করে	- যে এলাকায় ব্যবসাটি পরিচালিত হবে সেখানকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান একটি গ্রহণযোগ্য লাইসেন্স ফি নির্ধারণ ও প্রবর্তন করবে; - স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য অতিরিক্ত ফি (লাইসেন্স ফি'র ৫০%) আরোপ করতে পারবে; - মূল্য নির্ধারণ দরিদ্রসহ সকল গ্রাহকের জন্য ন্যায্য ও সুষম হবে।	সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সসহ অন্যান্য ফি নির্ধারণ করবে; দরিদ্রসহ সকল গ্রাহকের জন্য মূল্য নির্ধারণ ন্যায্য ও সুষম হবে।
বড় বড় উৎপাদনকারী শিল্প কারখানা সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কাঁচা পানি কিনে বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করতে পুনরুৎপাদন (বোতলে বা অন্য কোনোভাবে) করে	- শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যিক গ্রাহক হিসেবে মূল্য দাবি করা হবে; - আইনি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একটি লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে নিয়ে আসা হবে।	লাইসেন্সিং ও মান নিয়ন্ত্রণ চলতে থাকবে; ক্রমান্বয়ে পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত রেগুলেটরি নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনতে হবে।
বড় বড় উৎপাদনকারী শিল্প কারখানা স্বাধীনভাবে নিজস্ব পদ্ধতি এবং	- লাইসেন্সিং ও মান নিয়ন্ত্রণ চলতে থাকবে; - ক্রমান্বয়ে পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত রেগুলেটরি	

বিক্রেতার ধরন	পানি সরবরাহ সেবাসমূহ	স্যানিটেশন সেবাসমূহ
বাণিজ্যিক বাজার পরিচালনা করে	নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনতে হবে।	

৫.৩.৬ ভাসমান জনগোষ্ঠীর (Floating Population) জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা

ভাসমান জনগোষ্ঠীর জন্য সাধারণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধাদি (যেমন : পরিশোধন ব্যবস্থাসহ অথবা ছাড়াই রাস্তার কল, স্ট্যান্ড পাইপ/পোস্ট[১৪], শেয়ার্ড ট্যাপ, টিউবওয়েল, গোসলের ব্যবস্থা, প্রস্রাব ও পায়খানা, ইত্যাদি) সরকারি বা গণস্থানে (public places) নির্মাণ বা স্থাপন করা হবে। এসকল সেবা ভাসমান জনগোষ্ঠী বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবে। তবে গণস্থানে মূল্যের বিনিময়ে উন্নত সেবার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। এসকল ভৌত স্থাপনাসমূহ যেসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে স্থাপন করা হবে তারাই (উদাহরণ হিসেবে, রেলস্টেশনে স্থাপিত পানির কল, বা বাসস্ট্যান্ডে স্থাপিত গণ শৌচাগারের দায়িত্ব যথাক্রমে রেলওয়ে বিভাগ ও বাস টার্মিনাল কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তাবে) সুবিধাসমূহ সংরক্ষণ করবে। ধার্যকৃত গ্রাহক ফিস ও শুল্ক বা কর প্রদানের দায়িত্ব তাদেরই থাকবে। সরকারের তরফে স্থানীয় সরকার বিভাগ সেবা উৎপাদনের প্রকৃত ব্যয় ও সরবরাহ ব্যয়ের মধ্যেকার ঘাটতি পূরণের এবং উদ্যোক্তা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য দায়ী থাকবে। উন্নত সেবার গ্রাহক ফিস ব্যবহারকারীদের আর্থিক সুবিধা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নির্ধারণ করবে। তবে সকল ক্ষেত্রেই বিশেষ বা লাইফলাইন শুল্কহার (সাধারণ ভিত্তিমূল শুল্কের ৫০%) প্রযোজ্য হবে।

৫.৩.৭ গবেষণা ও কর্ম-গবেষণাধর্মী উদ্যোগের (Research and Action Research WSS Initiatives) ব্যয়-বণ্টন

টেস্টিং, পাইলটিং ও কর্ম-গবেষণা : পাইলটিং বা কর্ম-গবেষণা বাস্তবায়ন মেয়াদে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার (অবকাঠামো এবং পরিচালনা ও সংরক্ষণ) যাবতীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বা যোগানদার বহন করবে। নগর বা গ্রামীণ নির্বিশেষে পদ্ধতিটি সফল হলে ব্যয়-বণ্টন তফসিল (cost sharing schedule) অনুযায়ী গ্রাহক বহন করবে।

গবেষণা প্রকল্প : পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার ওপর পরিচালিত গবেষণার সম্পূর্ণ (অবকাঠামো এবং পরিচালনা ও সংরক্ষণ) ব্যয় গবেষণা মেয়াদকালের (research period) জন্য সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বা যোগানদার বহন করবে।

৫.৪ জরুরি অবস্থায় বা দুর্যোগকালীন বিশেষ সেবা (Special Service Provision during Emergencies)

গণ সেবাসমূহ (Public Services) :

(ক) জরুরি অগ্নি নির্বাপণের (emergency fire fighting) কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমান্বয়ে সকল বড় বড় শহর ও নগর এলাকায় বিনামূল্যে অগ্নি নির্বাপণ কল (fire hydrant) বা অন্য কোনো উপযোগী পদ্ধতি স্থাপন করবে;

(খ) সরকারি সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ঝড়, সাইক্লোন, ভূমিকম্প, বন্যা, আকস্মিক বন্যা ও জলাবদ্ধতার কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধাদি স্থাপন করবে। এমন পরিস্থিতিতে এসকল সেবা দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী স্বল্পতম সময়ের জন্য বিনামূল্যে প্রদান করা হবে;

(গ) দুর্যোগকালীন সর্বাপেক্ষা নাজুক জনগোষ্ঠী (most vulnerable groups of population) বা জনগোষ্ঠীর অংশ, যেমন : বস্তিবাসী, ভাসমান ও নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে সকল সুবিধাদি প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

ব্যক্তিগত সেবাসমূহ (Private Services) :

(ক) দুর্যোগ কবলিত কিন্তু স্বচ্ছল গ্রাহকগণ পুনর্বাসন সেবাসহ অতিরিক্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার ব্যক্তিগত চাহিদা জানালে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তা নিয়মিত মূল্যের অন্ততপক্ষে অর্ধেক দামে (at least half of regular price) সরবরাহ করতে পারবে;

[১৪] মাটি থেকে উঁচুতে প্রতিস্থাপিত পাইপের সাহায্যে পানির কল বা ট্যাপ, যা সাধারণত সাধারণ্যে উন্মুক্ত ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়।